বিশেষ সংখ্যা : বাইবেল দিবস

প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৩ ❖ ২৬ জানুয়ারি - ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ঐশবাণী : অনন্ত জীবনের আশা

ঐশবাণী : আশা ও আনন্দ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

অনন্তলোকে ১ম বর্ষ

স্বর্গীয় অমল ইনোসেন্ট কস্তা

জন্ম : ৪ঠা মে, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ

মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় বাবা,

আজ এক বছর হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছো। এই একটা বছর, একটা মুহূর্তও এমন যায়নি যখন তোমাকে মনে পড়েনি। প্রতিটা নিঃশ্বাসে, প্রতিটা কাজে, প্রতিটা স্বপ্নে শুধু তোমাকে খুঁজেছি।

বাবা, তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমরা তোমাকে কতটা ভালোবাসতাম। হয়তো কখনো মুখে বলা হয়নি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সবসময় তোমার স্থান ছিল সবার উপরে। তুমি ছিলে আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি, আমাদের পথপ্রদর্শক। তোমার সেই স্নেহমাখা হাসি, তোমার সেই শান্তশিষ্ট স্বভাব, আর তোমার সেই ভরসা দেওয়ার মতো কথাগুলো আজও কানে বাজে। মনে হয় যেন এইতো সেদিন তুমি আমাদের সাথে ছিলে। বিশ্বাস হয় না যে তুমি আর আমাদের মাঝে নেই।

বাবা, তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থেকো। আমরা সবাই তোমাকে খুব মিস করি। তোমার স্মৃতি আমাদের অন্তরে সবসময় অমলিন থাকবে। তোমার দেখানো পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব, এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

তোমার স্নেহের স্ত্রী, সন্তানেরা ও নাতি-নাতনিরা

স্ত্রী: পারুল কস্তা

ছেলে: সুমন কস্তা, সুজন কস্তা ও সুরেন কস্তা

মেয়ে : সুমা কস্তা

নাতি-নাতনি : মহিমা, স্কারলেট, স্কারলিওন, শার্লট ও ক্লভিস

গ্রাম: ছোট সাতানী পাড়া

পো: অ: রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/২৫/২০২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ০৩
২৬ জানুয়ারি - ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১২ মাঘ - ১৮ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ঐশবাণীর সান্নিধ্যে ও সখ্যতায়

জীবনে সুখ-শান্তির আশায় মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তি, ভূ-প্রকৃতি, জীব-জন্তু কিংবা প্রিয় কিছু স্থানের সাথেও সখ্যতা গড়ে তোলে। এগুলোর সাথে সখ্যতা আমাদের আশাবাদী করে যে, আমরা অনেক কিছুর সাথে সখ্যতা গড়তে পারি। তাহলে ঐশবাণীর সাথে সখ্যতা গড়তেও আমাদের কষ্ট হবার কথা নয়। তবে বাস্তবে আমরা বেশিরভাগ মানুষই ঐশবাণীর সাথে সখ্যতা গড়ার প্রাথমিক স্তরেও নেই। ঐশবাণীর প্রতি আমাদের মনোযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হয় পবিত্র বাইবেল দিবস। পবিত্র বাইবেল হলো জীবনময় ঈশ্বরের বাণীগ্রন্থ। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষের ভাষায় লিপিবদ্ধ এই বাণী। এ গ্রন্থ মানুষের পরিত্রাণের ইতিহাস এবং ঐশপ্রত্যাদেশের দলিল। ঈশ্বরের বাণী আমাদের দেয় আনন্দ ও জীবনীশক্তি। এই বাণীই আমাদের জীবনের আশার আলো, চলার পথের দিকনির্দেশনা। এই বাণীতেই যেন আমরা জীবন যাপন করি। এ বাণী শ্রবণ ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি প্রভুর সান্নিধ্য। পবিত্র বাইবেলে রয়েছে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি। বাণীতে যারা বিশ্বস্ত থেকেছে ঈশ্বর তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তাই আমাদের অনন্ত জীবন লাভ করতে হলে চলতে হবে ঐশবাণীর আলোকে। কারণ বাণী অর্থাৎ যিশু মানবদেহ ধারণ করেছিলেন যেন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। অনন্ত জীবন লাভের পূর্বশর্ত যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস। কারণ যিশু বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে তার মৃত্যু হতেই পারে না, কোন কালেই নয়।" *(যোহন ১১:২৫)* শাশ্বত জীবনের আশা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি।

যিশুর বাণী শুনেই শিষ্যেরা তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। তারা যিশুর বাণীতে আস্থা রেখেছিল বলেই গভীর প্রত্যাশায় অনন্ত জীবনের পথে দৃঢ়তায় অগ্রসর হয়েছিল। মুক্তির ইতিহাসে দেখা যায় এ কাজে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ঐশবাণীর উপর আস্থা রেখেই জীবন যাপন করেছেন, ফলে এ জগতে মুক্তির কাজ সাধিত হয়েছে। ঐশবাণীতে রয়েছে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি। ঐশবাণী দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

পবিত্র বাইবেল বা ঈশ্বরের বাণী অনন্ত জীবন লাভের নির্দেশনা দিয়ে বলে ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে নিজের মতো করে ভালোবাসতে হবে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে যিশুর বাণীর আলোকে চলতে হবে। তাই যিশুর বাণী আশার আলো, জীবন পথের সাথী। প্রভুর বাণীতেই বিশ্বস্ত থাকতে হবে, তবেই পরিত্রাণ বা অনন্ত জীবন। এ বাণী আমাদের নিত্য পথ দেখায়, অনুপ্রেরণা যোগায়। বাণীর আলোকে জীবনযাপন করলে সে আত্মা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বর্গে চির আনন্দ লাভ করবে।

প্রভুর মঙ্গলময় বাণী সর্বদাই আমাদের অনন্ত জীবনের পথ দেখায়, যে পথে চললে আমরা সেই পরমরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব। তাই জীবনদায়ী বাণী জানা ও জানানো আমাদের জন্য অতীব মহৎ একটি কাজ। যিশু নিজে তার শিষ্যদের স্বর্গে যাবার পূর্বে বাণী প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। সে দায়িত্ব পালনে উদগ্রীব সাধু পল বলেন, "হায়রে আমি মঙ্গলবাণী যদি না প্রচার করি তবে বৃথাই আমার বাণী প্রচার।" এ বাণী প্রচারের দায়িত্ব এখন আমার-আপনার, প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের। কারণ তারা প্রত্যেকেই দীক্ষিত ও প্রেরিত। দীক্ষাস্নানের ধারায় ঐশবাণী পাঠেও আমাদেরকে নিমজ্জিত হতে হবে। তাই আসুন, আমরা সকলে বাইবেল তথা ঈশ্বরের বাণী নিজেদের অন্তরে ধারণ করি এবং নিজেদের কাজ, কথা, ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাইবেলের শিক্ষা মানুষের মাঝে প্রকাশ ও প্রচার করি। অন্যদের কাছে প্রকাশ করার আগে আমরা কাথলিকেরা নিজেরাই ঐশবাণীর প্রতি অনুরাগী হই এবং সখ্যতা গড়ি। মানবের মুক্তির জন্যই ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি দেহধারণ করলেন। সেই দেহধারী ঐশবাণীর সান্নিধ্যে ও সখ্যতায় থাকলেও আমরা শাশ্বত জীবন আশা করতেই পারি। †

†

প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেবার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে প্রভু প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন। (লুক ৪: ১৪-২১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

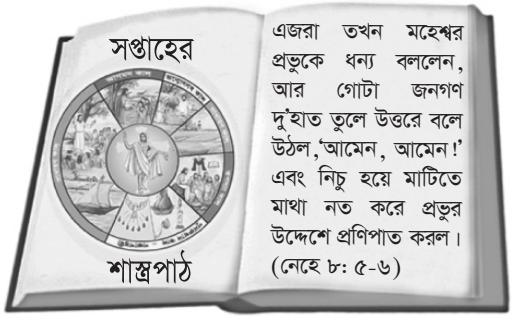

এজরা তখন মহেশ্বর প্রভুকে ধন্য বললেন, আর গোটা জনগণ দু'হাত তুলে উত্তরে বলে উঠল,'আমেন, আমেন!' এবং নিচু হয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল। (নেহে ৮: ৫-৬)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

২৬ জানুয়ারি - ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৬ জানুয়ারি, রবিবার
ঐশবাণী রবিবার (বাইবেল দিবস)
নেহে ৮: ২-৪ক, ৫-৬, ৮-১০, সাম ১৯: ৭-৯, ১৪, ১ করি ১২: ১২-৩০, লুক ১: ১-৪; ৪: ১৪-২১

২৭ জানুয়ারি, সোমবার
সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, কুমারী
হিব্রু ৯: ১৫, ২৪-২৮, সাম ৯৮: ১-৬, মার্ক ৩: ২২-৩০

২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু টমাস আকুইনাস, যাজক ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
হিব্রু ১০: ১-১০, সাম ৪০: ১, ৩, ৬-৭, ৯, ১০, মার্ক ৩: ৩১-৩৫

২৯ জানুয়ারি, বুধবার
হিব্রু ১০: ১১-১৮, সাম ১১০: ১-৪, মার্ক ৪: ১-২০

৩০ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
হিব্রু ১০: ১৯-২৫, সাম ২৪: ১-২, ৩-৪কখ, ৫-৬, মার্ক ৪: ২১-২৫

৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু জন বস্কো, যাজক, *স্মরণ দিবস*
হিব্রু ১০: ৩২-৩৯, সাম ৩৭: ৩-৪, ৫-৬, ২৩-৩৪, ৩৯-৪০, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

০১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
দিনের অথবা **ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ**
হিব্রু ১১: ১-২, ৮-১৯, সাম লুক ১: ৬৯-৭০, ৭১-৭২, ৭৩-৭৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৯৭ মন্সিনিওর জর্জ ব্রিন, সিএসসি
+ ২০২১ ব্রা. লিটন যেরোম রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

২৭ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯২৮ ফা. এমিলিও পিগোনি, পিমে
+ ১৯৯৪ সি. কানন ফোরেন্স গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সি. বাসন্তী রেবেকা গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৫ সি. এম. স্কলাষ্টিকা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সি. মেরী জেভিয়ার, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রা. ব্রুনো দ্রি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০২৪ ফা. ফ্র্যাঙ্ক জে. কুনইলিভান, সিএসসি (ঢাকা)

২৯ জানুয়ারি, বুধবার
+ ২০২৪ ফা. ইম্মানুয়েল গমেজ, টি.ও.আর.

৩০ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৪ ফা. আলবের্তো কাজ্জানিগা, পিমে
+ ১৯৯৮ ফা. আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি

৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৬৮ সি. মেরী রীতা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৮ সি. মার্গারেট মুর্মু, সিআইসি (দিনাজপুর)

০১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৪৭ ব্রা. আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফা. লুইস ফোনো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফা. এডওয়ার্ড ম্যাসাট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. টেরেন্স ডি. কেনার্ক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. বার্টন্ড রড্রিকস (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সি. এলেক্সিজ আর্সেনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফা. জেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৭ ব্রা. জন রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

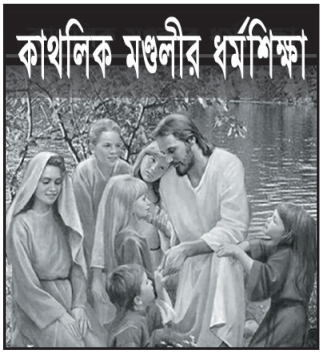

॥ খ ॥ মনপরিবর্তন ও সমাজ

১৮৮৮ তাই মানব ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সামর্থের প্রতি আবেদন এবং তার আভ্যন্তরীণ মনপরিবর্তনের প্রতি স্থায়ী প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক, যাতে সেই সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব যা মানুষকে সত্যিকারে সেবা করবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বাস্তব অবস্থাগুলো যখন পাপময়তায় আবিষ্ট হয় তখন অন্তরের পরিবর্তনের স্বীকৃত প্রাধান্য কোন মতেই কারো দায়দায়িত্ব হ্রাস করে না, পক্ষান্তরে যথোপযুক্ত প্রতিকার সাধন করতে তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে, যাতে তারা ন্যায়-নীতির পথ অনুসরণ করে এবং মঙ্গলকে বাধা না দিয়ে তার বৃদ্ধি সাধন করে।

১৮৮৯ ঐশ অনুগ্রহের সহায়তা ছাড়া মানুষ জানতেই পারত না কিভাবে এই দু'য়ের মধ্যবর্তী "সরু পথটি আবিষ্কার করা যায়, - কাপুরুষত্ব, যা মন্দতার নিকট হেরে যায়, আর সহিংসতা, যা মন্দতার বিরুদ্ধে একটি বিভ্রান্তিকর সংগ্রাম, এবং যা মন্দতা আরও বৃদ্ধি করে"। এই পথটি হল প্রেমের পথ, অর্থাৎ ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম। ভ্রাতৃপ্রেম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক আদেশ। এই আদেশটি অন্যদের ও তাদের অধিকারগুলোকে শ্রদ্ধা করে। প্রেমের দাবি ন্যায্যতা; ন্যায্যতার অনুশীলন করতে প্রেমই আমাদের সক্ষম করে। প্রেম আত্ম-দানশীল জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে: "যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চেষ্টা করে, সে তা হারাবে। আর যে কেউ প্রাণ হারায় সে তা বাঁচাবে।"

সারসংক্ষেপ

১৮৯০ ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যকার একতার সম্পর্ক ও অন্যদিকে মানুষে মানুষে সত্য ও ভালবাসায় যে ভ্রাতৃসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা - এ দু'য়ের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে।

১৮৯১ মানব ব্যক্তির জন্য সমাজ-জীবন একান্ত প্রয়োজন যাতে সে তার প্রকৃতি অনুসারে নিজের উন্নতি সাধন করতে পারে। কোন কোন সমাজ-ব্যবস্থা যেমন পরিবার ও রাষ্ট্র অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে মানব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

১৮৯২ "মানবব্যক্তিই হচ্ছে সব ধরনের সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতিমূল, সে-ই কর্তা এবং লক্ষ্য" (২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ২৫.১)

১৮৯৩ স্বেচ্ছাসেবী সংঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ব্যক্তির ব্যাপক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।

১৮৯৪ সম্পূরক নীতি অনুসারে, রাষ্ট্র অথবা অন্য কোন বৃহত্তর সমাজ কোন ব্যক্তিবর্গ ও মধ্যস্থানীয় দলগোষ্ঠীর উদ্যোগ ও দায়িত্ব দখল করে নিতে পারে না।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২৭ জানুয়ারি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু ডিডি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

ফাদার আগষ্টিন ক্রুশ

সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার

১ম পাঠ: নেহেমিয়া ৮:১-৬, ৮-১০
২য় পাঠ: ১ম করিন্থীয় ১২: ১২-৩০
মঙ্গলসমাচার লুক: ১:১-৪; ৪: ১৪-২১

পালকীয় পরিদর্শনে বের হয়ে, গ্রামে হাঁটতে হাঁটতে এক পরিবারে গেলাম। ধর্মপল্লীর পরিবার হিসাবে প্রায় সকল পরিবারই কম বেশী চেনা-জানা। যে পরিবারে সেদিন গিয়েছিলাম, সেই পরিবারে পিতা-মাতা ও অন্যদের সঙ্গে তিন জন ছেলে মেয়ে। ছেলে-মেয়েরা সবাই স্কুলে পড়ালেখা করে। কথা প্রসঙ্গে সন্তানদের মা অভিযোগ করে বললেন, ফাদার এই ছেলে-মেয়েদের কিছু বলুন। এরা আমার কথা শোনে না। বুঝতে পারলাম, তিনি আসলে কি বলতে চাইছেন। তবুও কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলাম কেন? কথা না শোনার কারণ কি? তারা কি বয়রা? না কানে কালা? আমি তো দেখি তারা ভালোই। তারা তো সব কথাই শোনতে পায়।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা আমরা বুঝতেই পারি, সেই দিন সেই মা অবশ্যই ছেলে-মেয়েদের শারীরিক কোন প্রতিবন্ধকতার কথা বলেননি। তিনি বলেছিলেন সন্তানদের অবাধ্যতার কথা। তারা সকল কথাই শোনতে পায়, কিন্তু মেনে চলে না। ঠিক তেমনি আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরের বাণী কান দিয়ে শুনি মাত্র, কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করি না; আর বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করি না।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখলাম যে প্রবক্তা এজরা লোকদের ঈশ্বরের বাণী শোনাচ্ছেন। আর লোকেরা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এজরার পাঠ করা প্রভুর বাণী অধীর আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। তারা প্রভুর বাণী শোনার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে তার দিক নিদের্শনা পাবার জন্যও তারা উন্মুখ ছিলেন এবং ঈশ্বরের বাণীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এক কথ ায়, তারা ঈশ্বরের বাণী শোনার জন্য, ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলেন। ঈশ্বরের বাণী শুধু তাদের (সেই যুদেয়ার নর-নারীদের) জন্যই শোনানো হয়নি, প্রতিনিয়ত আমাদের জন্যও শোনানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি একইভাবে ঈশ্বরের বাণীর জন্য তাদের মত আগ্রহ প্রকাশ করি? আমরা কি ঈশ্বরের বাণীর জন্য ক্ষুধার্ত? আমরাও কি শুনতে চাই ঈশ্বর আমাদের কি বলতে চান? আমাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা কি? যখন খ্রিস্টযাগে পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করা হয়, তখন কি আমরা মনোযোগী থাকি? গির্জা থেকে বাড়ী ফিরে আসার পর আমাদের কি মনে থাকে আজ রবিবার গির্জায় আমরা কি বাণী শুনেছি? আজকের দিনে ঈশ্বর আমার জন্য কি বিশেষ বার্তা রেখেছেন? কিংবা যখন আমরা আমাদের জীবনের পথ খুঁজি, জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমরা কি পবিত্র শাস্ত্র বাণীর আলোকে তা খুঁজে দেখি?

আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত কত রকম কর্মে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, মোবাইল, ইন্টারনেট হাতের কাছেই থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা কত মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকি। আমাদের ফেইসবুক পেইজ থেকে অনবরত কত রকম কত ছবি পোষ্ট করি। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কত শত মন্তব্য/মতামত আদান প্রদান করি। আমরা কি আধুনিক এই সুবিধা ব্যবহার করে কখনো প্রভুর বাণী খুঁজে তা পাঠ করেছি? কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ইউটিউব ব্যবহার করে মঙ্গলবাণী ঘোষণার সুযোগ নিয়েছি? কিংবা ইউটিউবে বিশ্বাসের সাক্ষ্য হিসেবে কত মানুষ যে সকল ভিডিও পোষ্ট করছে তা কি আমরা শুনি? দেখি? সেখান থেকে বিশ্বাসের পথে চলার অনুপ্রেরণা খুঁজি? যা আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার জন্য আমাদের শুনতে হবে, শাস্ত্রবাণী পাঠ করতে হবে। শুনতে হবে অন্যদের সাক্ষ্য বাণী, যারা বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা করেছে এবং সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে পারি।

নাহলে, প্রথমে বলা ঘটনায় সেই পরিবারের অবাধ্য সন্তানের মতোই আমরাও শুধু দৈহিক কান দিয়েই শুনি, অন্তরে তা প্রবেশ করে না। আসলে আমরা প্রভুর বাণী শুনি কিন্তু তা গ্রহণ করিনা। আমরা শুধু মাত্র কান দিয়েই শুনি। যখন আমরা শুধু কান দিয়ে শুনি কিন্তু মন দিয়ে শুনি না, তখন আমাদের জীবনে তা কোন অর্থ বয়ে আনে না। আমরা রবিবার খ্রিস্টযাগে আসি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐশবাণীর প্রতি আমরা মনোযোগী নই। আমাদের কানের কাছ দিয়ে বাতাসের মত শাস্ত্রবাণীর শব্দগুলো আওয়াজ করে চলে যায়। আমরা তা শুনতে পাই, কিন্তু বুঝতে পারি না। আমরা তা আমাদের জীবনের জন্য নেই না। আসলে এই যে লোকেরা বলে, সে আমার কথা শোনে না; এই কথা 'না শোনা' মানে কালা বা বয়রা নয়। কথা না শোনা মানে হল গ্রহণ না করা, মেনে না চলা, অবাধ্য হওয়া। আমরাও সেই রকম অবাধ্য হই। আমরা অনেকেই শুধুমাত্র ঐশবাণীর আওয়াজ শুনি কিন্তু জীবনের জন্য তা গ্রহণ করিনা এবং বাস্তবায়নও করি না।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা শুনি সাধু পল মণ্ডলীতে আমাদের কি দায়িত্ব কর্তব্য আছে সেই বিষয়ে কথা বলছেন। সাধু পল বলেন, যে মণ্ডলীতে বা সমাজে আমরা প্রত্যেকজন ব্যক্তি আলাদা, এবং আমরা সবাই একক ব্যক্তি হিসাবে আলাদা আলাদা গুণের অধিকারী। প্রত্যেকজন ব্যক্তির কিছু না কিছু করার আছে এবং আমরা কেউ বলতে পারি না যে মণ্ডলীতে দেওয়ার মতো আমার/আমাদের কিছু নেই। কিংবা সে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আমি গুরুত্বপূর্ণ নই। তিনি মণ্ডলীকে একটা দেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে যেমন একটি দেহ গঠিত হয়, তেমনি আমরা হলাম সেই এক দেহ। আমরা প্রত্যেকেই একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। আমরা একা নই। আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে একজন আরেকজনকে প্রকাশ করি, একজন আরেকজনকে তোলে ধরি, আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করি। আমাদের প্রত্যেকজনের আলাদা গুরুত্ব আছে, আলাদা দায়িত্ব আছে, কোন না কোন অবদান রাখার সক্ষমতা আছে। মণ্ডলীর দেহে আমরা সবাই এক একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। এই কথা স্মরণ করে আমাদের গর্ববোধ করা উচিত যে আমরা ক্ষুদ্র হওয়ার পরও আমরা ঈশ্বরের কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। আর আমি একা নই, পাশাপাশি আমার চারপাশে থাকা অন্যদেরও তিনি বিভিন্নভাবে মণ্ডলীর কাজে যুক্ত করেছেন। তারাও নানা ব্যাপারে অবদান রাখছেন। আমাদের উচিত যারা এইভাবে সহযোগিতা করছে, তাদের সহযোগী হওয়া এবং তাদের কাজের তারিফ করা। মণ্ডলীতে আমাদের সবারই প্রয়োজন আছে। আমরা কাউকে খাটো করে দেখতে পারি না। যেমনটি সাধু পল বলেছেন যে আমরা হলাম এক দেহ। সুতরাং, আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে, আমাদের দেহের কোন একটা অঙ্গ যদি অসুস্থ হয় তা হলে আমাদের গোটা দেহই অসুস্থ হয়। তেমনি আমাদের একজন সদস্য যদি বিপথগামী হয় তা হলে গোটা মণ্ডলীতেই তার প্রভাব পড়ে। যেমন, যদি আমাদের হাতের একটা আঙ্গুল সামান্য কেটে যায়, তাহলে কি শুধু আঙ্গুলই ব্যথা অনুভব করবে? না, আমাদের সারা শরীরই এর দ্বারা কষ্ট পাবে, ব্যথা অনুভব করবে। সামান্য আঙ্গুল কাটলেও সারা শরীরই অসুস্থ বোধ হয়। তাই একজন ব্যক্তি সুস্থ মানে তার দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গই সুস্থ। তেমনিভাবে মণ্ডলীর সকল সদস্য যদি প্রভুর বাণী মেনে চলে তাহলেই সেই মণ্ডলী হয় সক্রিয় মণ্ডলী।

মঙ্গলসমাচারে লক্ষণীয় যে, প্রভু যিশু বাণীগ্রন্থ হাতে নিয়ে প্রবক্তা ইসাইয়ার সেই অংশটুকু পাঠ করলেন যেখানে লেখা আছে, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত..." এই শাস্ত্রের উক্তি আজই সত্য হল যখন তোমরা তা শুনতে পেলে, তখনই। যিশুর মধ্যে শাস্ত্র বাণী পূর্ণতা পেল কারণ তিনিই দেহধারী বাণী এবং নিজের জীবনে তিনি তা ধারণ করেছেন। পবিত্র আত্মার আলোতে তা জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। মঙ্গলবাণীর নিগূঢ় অর্থ বুঝার জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার আলো প্রয়োজন। কেননা আমরা সব সময় সবটুকু বুঝতে পারি না।

আজ আমরা মণ্ডলীতে পালন করি পবিত্র বাইবেল দিবস। খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের জীবনে বাইবেলের গুরুত্ব অপরিসীম। বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। তাই আসুন, আমরা পবিত্র বাইবেল পাঠ করি। পবিত্র বাণী শুনি এবং আরো মনোযোগী হই। যিশু যেমন বাণী পাঠ করেছেন এবং তাঁর নিজের জীবনে তা ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। আমরাও যেন এর নিগূঢ় অর্থ পবিত্র আত্মার আলোতে বুঝতে চেষ্টা করি এবং ব্যক্তি জীবনে তা বাস্তবায়ন করি। যেন আমরাও বলতে পারি, এই শাস্ত্রের বাণী আজ আমার জীবনে সত্য হল, যখন আমি তা পাঠ করলাম, অন্যকে শোনালাম এবং আমার জীবনে তা বাস্তবায়ন করলাম। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

পবিত্র বাইবেল দিবস উপলক্ষে বাণী

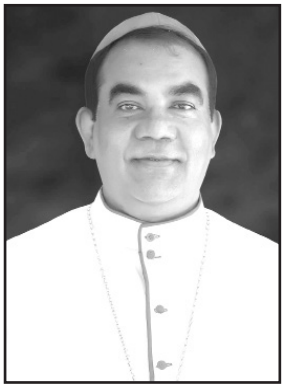

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের নির্দেশে সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে পবিত্র বাইবেল দিবস। বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও "ঐশবাণী অনন্ত জীবনের আশা" এই মূলভাব নিয়ে এই দিবসটি যথাযোগ্য ভক্তি ও মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করব। কেননা, পবিত্র বাইবেল হলো জীবনময় ঈশ্বরের বাণীগ্রন্থ। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষের ভাষায় লিপিবদ্ধ ঈশ্বরের বাণী। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রেমপত্র, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সন্ধির বন্ধন, মানুষের পবিত্রাণের ইতিহাস এবং ঐশপ্রত্যাদেশের দলিল। তাই সকল খ্রিস্টভক্তেরই উচিৎ ঈশ্বরের বাণীগ্রন্থ নিজেদের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে নিয়মিত পাঠ ও ধ্যান করা এবং তা সম্পর্কে জানা। ঐশবাণীর প্রতি খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাস-ভক্তি ও আগ্রহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই পোপ মহোদয় প্রতিবছর এই দিনটি উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন।

যিশুখ্রিস্ট নিজেই হলেন মানব দেহধারী বাণী। সাধু যোহন যেমনটি বলেছেন, "বাণী একদিন হলেন রক্ত মাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে" *(যোহন ১:১৪)*। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে ঐশবাণীর মানবদেহ গ্রহণের এই নিগূঢ় রহস্য আমরা আনন্দ সহকারে উদ্‌যাপন করেছি এবং সেই মানব দেহধারী খ্রিস্টকে আমাদের হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছি। গভীর ভালোবাসার একটি মহামূল্যবান উপহার হিসাবেই ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে আমাদের দান করেছেন। তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরাও তাঁরই হয়ে গেছি। দেহধারী এই বাণীর মধ্যে রয়েছে জীবন। তাই তিনি এসেছেন সর্বমানবের পরিত্রাণ সাধন করতে। সকলকে জীবন দিতে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবন লাভ করা যায় *(যোহন ৩:১৬)*। তাই তাঁর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনন্ত জীবনের আশা।

বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে আমরা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দটিকে উদ্‌যাপন করছি "খ্রিস্ট-জন্ম জয়ন্তীবর্ষ বা জুবিলী বর্ষ" হিসাবে। এটি একটি পুণ্য বর্ষ। এই জুবিলী বর্ষের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, "আশার তীর্থযাত্রী"। খ্রিস্টই আমাদের পরিত্রাণের আশা। সেই পরিত্রাণ, ঐশানুগ্রহ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্যেই আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই জন্যেই তো আমরা তীর্থযাত্রী। আমাদের যাত্রা খ্রিস্টের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর ও নবায়ন করতে পারলেই ঈশ্বরের সাথে, ভাইবোনদের সাথে এবং বিশ্বসৃষ্টির সাথেও আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হবে। আমরা লাভ করব ঐশানুগ্রহ এবং পাপের ক্ষমা ও মুক্তি। ঐশবাণী আমাদের অন্তরে সেই আশাই সঞ্চার করে। ঐশবাণী নির্ভর জীবনযাপন করতে পারলেই আমরা এই দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্থ জগতে হয়ে উঠতে পারব আশার মানুষ এবং সকল মানুষের জীবনেই আশা জাগ্রত করতে পারব। এইভাবে সকলেই হয়ে উঠবে আশার তীর্থযাত্রী।

ঐশবাণীর মধ্যে এমন একটা শক্তি ও গভীরতা আছে যা অন্য কোন দার্শনিক, রাজনৈতিক ও কাব্যিক বাণীর মধ্যে নেই। যিশুর বাণী হচ্ছে "জীবনের বাণী"। মঙ্গলসমাচারগুলোর মধ্যে এই ধারণা প্রায়ই পাওয়া যায়। যিশুর বাণী ধারণ করে, প্রকাশ করে এবং সঞ্চার করে একটা জীবন, অর্থাৎ "অনন্ত জীবন", "জীবনের পূর্ণতা"। যারা বিশ্বাস নিয়ে সেই বাণীপাঠ ও ধ্যান করে তারা সেই অনন্ত জীবনের আশা হৃদয়ে ধারণ ও পোষণ করতে পারে। এই বাণীতে যাদের বিশ্বাস নেই বা বিশ্বাস নিয়ে এই বাণীর দাবী পূরণ করতে সক্ষম নয় তারা সেই অনন্ত জীবনের আশা করতে পারেনা। তারা পিছিয়ে যায়। যিশুর সময়েও অনেকেই ঈশ্বরের শ্বাশত বাণীর দাবী মেনে নিতে পারেনি। বিধায় তারা অনন্ত জীবনের আশাও করতে পারেনি। তাই তারা যিশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে যিশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" সিমোন পিতর উত্তর দিলেন, "আমরা আর কার কাছেই বা যাব প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী তো আপনার কাছেই রয়েছে" *(যোহন ৬:৬৭-৬৮)*। তাদের আশার সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা এই বাণীর উপরই নির্ভর করে আছে। এই ভাবেই তো ঈশ্বরের বাণী তাদের জীবনকে রূপান্তরিত ও নবায়িত করেছে। এই বাণীর মধ্যেই তারা পেয়েছে অনন্ত জীবনের আশা। ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাসী হয়ে আমরাও প্রেরিতশিষ্যদের মত অনন্ত জীবনের আশা নিজেদের অন্তরে জাগ্রত রাখতে পারি।

তাই এই জুবিলী বছরে পবিত্র বাইবেল দিবসটি আরও বেশী গুরুত্ব সহকারে এবং অর্থপূর্ণভাবে উদযাপন করতে পারি। প্রতিটি ধর্মপল্লীতে সকলে মিলে একত্রে বা ছোট ছোট দলে বাইবেলীয় শোভাযাত্রা, বাণীপাঠ, বাণীধ্যান, আলোচনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই বাইবেল দিবস পালন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যাতে ঐশবাণীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সকলেই এক দিকে দেহধারী বাণী যিশুকে আরও গভীরভাবে চিনতে, জানতে ও ভালোবাসতে পারে এবং অন্যদিকে, সকলেই যেন ঐশ-বাণীর স্বাদ পেতে পারে এবং মধুময় বাণীর অনুপ্রাণনে জীবনে নিত্য নবায়ন ও রূপান্তর ঘটাতে পারে। তাহলেই হৃদয়ভরে উঠবে আনন্দে। সাধু পলের আশীর্বাণী, "আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত করে রাখুক" *(রোমীয় ১২:১২)*। এই ভাবেই ঐশবাণী সকলের জীবনে অনন্ত জীবনের আশাকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করে রাখবে। শুভ হোক "পবিত্র বাইবেল দিবস উদ্‌যাপন"।

খ্রিস্টেতে,

বিশপ ইম্মানুয়েল কে রোজারিও
সভাপতি
খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক এপিসকোপাল কমিশন।

ঐশবাণী : অনন্ত জীবনের আশা

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

"আশার তীর্থযাত্রী" মূলসুর রেখে পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষকে জুবিলী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জুবিলীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও দরজা উন্মুক্ত করার সময় তিনি জুবিলীর মূলভাবের উপর সুন্দর বাণী রেখেছেন। তিনি তাঁর বাণীতে বলেন যে, যদিও আমরা জানি না যে আগামীকাল আমাদের জীবনে কি আসবে বা কি ঘটতে যাচ্ছে, তথাপি প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে একটি গভীর প্রত্যাশা থাকে যে, ভালো ও মঙ্গলময় কিছু আসবে। যদিও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, দ্বিধাগ্রস্থ ও শঙ্কিত, তবুও জুবিলী বছরটিকে তিনি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও আশার নবায়নের একটি বড় সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করছেন। এক্ষেত্রে তিনি ঐশবাণীতে আস্থা রাখার আহ্বান করেন। কেননা এটি যুগ যুগ ধরে মানবজাতির পথ-প্রদর্শক হয়ে আশা ও সত্যের আলো দেখিয়েছে।

সৃষ্টির শুরুতেই 'ঐশবাণী'তে আস্থার অনন্যরূপ প্রকাশ পায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অন্ধকার, নিরাকার ও শূন্যময় অবস্থা বিরাজ করছিল। অরাজকতা ও হতাশাময় বাস্তবতার এক রূঢ় চিত্র সেখানে ফুটে উঠেছে। প্রাণের বা জীবনের কোন লক্ষণ সেখানে ছিল না। এমতাবস্থায়, বিশ্বপ্রকৃতিতে আশা জাগ্রত করার জন্য সবকিছুর পূর্বে তিনি আলো সৃষ্টি করলেন, "পরমেশ্বর বললেন, 'আলো হোক' আর আলো হলো" *(আদি ১:৩)*। ঈশ্বরের কথা অর্থাৎ ঐশবাণীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেই তিনি বিশ্বজগত সৃষ্টির শুরুতেই আলো অর্থাৎ প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। এই আশার প্রদীপকে আলিঙ্গন করেই যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিশ্ব-প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু ও প্রাণী, এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্যই সম্ভবত মঙ্গলসমাচার লেখক যোহন বাণীকে অর্থাৎ যার দ্বারা জগত সৃষ্টি হয়েছিল- তাকে আলো হিসাবেও আখ্যায়িত করেন:

"বাণীই ছিলেন সেই সত্যিকার আলো,
যা জগতের প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।
তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন,
আর জগত তাঁরই দ্বারা হয়েছিল
অথচ জগত তাঁকে চিনল না" *(যোহন ১:৯-১০)*।

ঐশবাণীর প্রত্যাশা আলো ঈশ্বর যা সৃষ্টির শুরুতে প্রজ্বলিত করেছিলেন, তা মানবজাতির মুক্তির ইতিহাসে আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। হিব্রুদের কাছে পত্রের লেখক ১১ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরেন। এখানে বিশেষভাবে দেখা যায় যে, বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ঈশ্বরের বাণীর উপর আস্থা রেখে নিজ দেশভূমি, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-সম্পত্তি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সব কিছু পেছনে ফেলে নতুন দেশে গমন করেছিলেন।

"প্রভু আব্রামকে বললেন, 'তোমার দেশ, জাতিকুটুম্ব, ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও,
সেই দেশের দিকে যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।' .....
তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন" *(আদি ১২:১.৪)*।

অন্যদিকে আব্রাহাম ও তার বংশধরকে ঈশ্বর একই ধারায় পরিচালিত করেন। আব্রামের কাছে ঈশ্বর 'আশীর্বাদ, দেশ ও জাতি' সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একই প্রতিশ্রুতি তিনি ইসায়াক, যাকোব ও তার সন্তানের কাছে পুনরাবৃত্তি করেন। তারা সবাই ঐশবাণীতে আস্থা রেখেছেন ও তা বিশ্বাস করে গ্রহণও করেছিলেন।

	প্রতিজ্ঞা/ আশীর্বাদ	**ভূমি/ দেশ**	**জাতি/বংশ**
আব্রাহাম	আদি ১২:২-৩, "তোমাকে **আশীর্বাদ** করব" *(দ্র. ২২:১৭)*।	আদি ১৩:১৫, "এই যে সমস্ত **অঞ্চল** ... আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশধরকে দেব" *(দ্র. আদি ১২:১)*।	১৩:১৬, "তোমার **বংশকে** পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে তুলব" *(আদি ১৫:৫; ২২:১৭)*।
ইসায়াক	আদি ২৬:৩, "তোমাকে **আশীর্বাদ** করব" *(দ্র. ২৬:২৪)*।	আদি ২৬:২-৩, "আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত **দেশ** দেব।"	আদি ২৬:৪, "আমি তোমার **বংশের** সংখ্যা আকাশের তারা-নক্ষত্রের মতো করব" *(দ্র. আদি ২৬:২৪)*।
যাকোব	আদি ৩৫:৯-১০, "আর তাঁকে **আশীর্বাদ** করলেন।"	৩৫:১২, "সেই **দেশ** তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দেব।"	৩৫:১১, "তোমা হতে এক **জাতি**, এমনকি এক মহাসমাজেরই উদ্ভব হবে" *(দ্র. আদি ৪৬:৩)*।
যোসেফ	আদি ৪৮:১৫, "পরে তিনি এ বলেই যোসেফকে **আশীর্বাদ** করলেন" *(দ্র. আদি ৪৮:৮-৯.২০)*।	৫০:২৪, "তোমাদের এই **দেশ** থেকে বের করে সেই দেশে নিয়ে যাবেন।"	৪৮:৪, "আর তোমাকে এক **জাতি** সমাজ করে তুলব" *(দ্র. আদি ৪৮:১৭)*।

পবিত্র বাইবেলে পিতৃপুরুষদের পরে মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি ঐশবাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছেন। মোশীর আহ্বানের শুরুতেই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দেন যে, "মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং সেই দেশ থেকে উত্তম ও বিশাল এক দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের আনার জন্য আমি নেমে এসেছি" *(যাত্রা ৩:৮)*। হোরেব পর্বতে ঈশ্বরের দর্শন ও আহ্বান লাভ করার পর মোশী মিশরে তার ভাই আরোনের সহায়তায় ইস্রায়েল জাতিকে প্রত্যাদেশের সমস্ত কথা জানালেন। আর তারাও মোশীর কথায় বিশ্বাস করলেন: "লোকদের বিশ্বাস হল, আর যখন তারা অনুভব করল যে, প্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের দেখতে এসেছিলেন ও তাদের হীনাবস্থা দেখেছিলেন; তখন তারা নত করে প্রণিপাত করলেন" *(যাত্রা ৪:৩১)*।

ইস্রায়েলজাতি মিশরে ৪৩০ বছর বসবাস করেছেন *(দ্র. যাত্রা ১২:৪০)*। যদিও তারা সেখানে পরাধীন ছিল, দাসের জীবন-যাপন করেছেন, তথাপি তাদের একটা ঠিকানা ছিল; ছিল একটি বাসস্থান, কর্মসংস্থান ও খাবারের নিশ্চয়তা। কিন্তু যখনই তারা মোশীর মধ্য দিয়ে নতুন ভূমির প্রতিশ্রুতি শুনতে পেলেন, তাতে তারা ভরসা রাখলেন। যতটুকু পেরেছেন, সঙ্গে করে নিয়েছেন, কিন্তু প্রায় সব কিছু ফেলে তারা ঐশবাণীর উপর আশা রেখে এক অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি জমালেন: "সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান সেই অনুসারে করল; প্রভু মোশী ও আরোনকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, তারা সেইমত করল" *(যাত্রা ১২:৫০)*। প্রতিশ্রুত দেশের দীর্ঘ যাত্রায় যদিও তাদের জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট এসেছিল, পরীক্ষা-প্রলোভনে পড়েছিলেন, ঈশ্বর ও মোশীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, মরু-প্রান্তরে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে; তবুও ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাই প্রতিশ্রুত দেশ লাভের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীতে যোশুয়া এই সত্যতা ঘোষণা করেন, "তাই প্রভু জনগণের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলে, সেই গোটা দেশ ইস্রায়েলকে দিলেন, আর তারা তা অধিকারে করে বসতি করল। ..... প্রভু ইস্রায়েলকুলের কাছে যে সকল মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি বাণীও ব্যর্থ হল না; সবই সিদ্ধিলাভ হলো" *(যোশুয়া ২১:৪৩.৪৫)*।

ঐশবাণীতে আস্থার একটি পূর্ণ চিত্র পাই কুমারী মারীয়ার জীবনে। বয়স ও মানসিকভাবে কতটুকু পরিপক্ক হয়েছিল- সেটা জানা না গেলেও ঈশ্বরের উপর আস্থার ক্ষেত্রে তার যে বটবৃক্ষের ন্যায় গভীরে শিকড় গাঁথা ছিল তা দূতের সাথে সংলাপে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বাস্তবতাকে অস্বীকার না করে তিনি দূতকে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেননি, "এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?" *(লুক ১:৩৪)*। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল তার প্রতিউত্তরে পবিত্র আত্মার কথা বললেন। যদিও বিষয়টি খুবই জটিল ছিল এবং বাস্তবতার নিরিখে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তথাপি ঈশ্বরের বাণীর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তিনি "হ্যাঁ" বলেছিলেন, "এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক" *(লুক ১:৩৮)*। এর মধ্য দিয়েই মূলত জগতে ঈশ্বর-পরিকল্পিত মুক্তিযজ্ঞ বাস্তবরূপ নিয়ে শুরু হয়েছে।

নবসন্ধিতেও একইভাবে শিষ্যগণ যিশুর বাণীর উপর একান্ত নির্ভর ক'রে নিজেদের পিতামাতা, পেশা, সম্পদ, ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়ে যিশুর সঙ্গ নিলেন। মঙ্গলসমাচার লেখক মথি, মার্ক, লুক ও যোহন প্রত্যেকেই তাদের বর্ণনাতে তুলে ধরেন যে, শিষ্যগণ সব কিছু ফেলে যিশুর বাণীতে আস্থা রেখে তার অনুসারী হয়ে উঠেছিল। প্রথম দু'জন পিতর ও আন্দ্রিয় তাদের সহায়-সম্বল নৌকা-জাল ফেলে "আর তখনই তারা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন" *(মার্ক ১:১৮)* এবং অন্য দু'জন যাকোব ও যোহন পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে "তারা নিজেদের পিতা জেবেদকে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় ফেলে রেখে তাঁর পিছনে গেলেন" *(মার্ক ১:২০)* যিশুর অনুগামী হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে লেবী বা মথি তার সমস্ত অর্থ-কড়ি, ক্ষমতা, পেশা ফেলে রেখে যিশুর অনুসারী হয়েছিল, "তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর'। আর তিনি ওঠে তাঁর অনুসরণ করলেন" *(মার্ক ২:১৪)*। যিশুর উপর আস্থা রেখে সব কিছু ছেড়ে শিষ্যগণ কিন্তু হতাশ হন নি, বরং গভীর প্রত্যাশা নিয়ে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় চির জাগ্রত ছিল- যা পলের কথায় উঠে এসেছে, "আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুন্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন- আমাকে শুধু নয়, সেই সকলকেও দেবেন, যারা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্খা করছে" *(২ তিমথী ৪:৭-৮)*।

মুক্তির ইতিহাসে দীর্ঘ-পরিক্রমায় এটাই প্রতীয়মান যে, মুক্তিকাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐশবাণীর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে জীবন-যাপন করেছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে ঈশ্বরের মুক্তিকাজ জগতে সাধিত হয়েছে। তবে ঈশ্বরের মুক্তিকাজ এখানেই শেষ নয় বরং তিনি যোহনের মধ্য দিয়ে ভাবীকালের বিশ্বাসীদের জন্য এই একই আশার বাণী শোনাচ্ছেন, "পরে আমি নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম, ... স্বয়ং তিনি তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন; মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল" *(প্রত্যা ২১:১.৪)*। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জন্য আশার বাণীতে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী অর্থাৎ অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, ঈশ্বরের বাণীতে আস্থা ও সেই অনুসারে জীবন-যাপনই সব সময় সুন্দর ও মধুময় এবং অনন্ত জীবনদায়ী। কেননা এই বাণী দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; এর দ্বারাই জগত হয়েছে মুক্ত এবং এর মধ্য দিয়েই মানবজাতি পেতে পারে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরম ও চিরকালীন সান্নিধ্য।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

লিলি জাসিন্তা রোজারিও
মৃত্যু: ৩১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

বাবা, আশা করি পিতা ঈশ্বরের কৃপায় যিশুর কাছে আছো মাকে নিয়ে। মৃত্যু তোমাদের মিলিত করেছে যিশুর কাছে। বাবা আমি তো এতিম হয়ে গেলাম। ২টা মেয়েকে ডাকি মা ও বাবা বলে। বাবা ও মা তোমাদের আশীর্বাদে যেন আমি প্রার্থনা পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি। তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা। আমি বিশ্বাস করি পিতা মহিমায় বাবা ও মা ঈশ্বরের কৃপায় স্বর্গ থেকে আমাদের বিপদ আপদ ও সমস্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করবে। মা আমাকে ক্ষমা করে দিও। মা তোমার নামে ৩৬৫ দিনের ১ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশা চলছে।

তোমাদের আদরের, অশ্রু

বিজ্ঞ/২৬/২৫

ঐশবাণী : আশা ও আনন্দ

আলবার্ট বকুল ক্রুশ

মনে রেখো ওগো, সেবকের প্রতি তোমার অঙ্গীকার
আমার কত-না আশার উৎস সেই যে অঙ্গীকার!
আমায় জীবনীশক্তি দেয় যে তোমার প্রতিশ্রুতি,
আমার এমন দুঃখের দিনে সেই তো প্রাণের আরাম। *(সামসঙ্গীত ১১৯: ৪৯-৫০)*

ঈশ্বরের প্রতিটি বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার, সেই প্রতিশ্রুতিই মানুষের আশার উৎস কারণ ঈশ্বর বলেছেন, "আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে, এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে, আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না। *(ইসাইয়া ৫৫:১১)*। তাই ঈশ্বরের বাণী আমাদের দেয় প্রাণের আরাম অর্থাৎ আনন্দ ও জীবনীশক্তি কারণ তাঁর বাণীর উপর আশা ও আস্থা রাখার অর্থই হল এই নিশ্চয়তা যে তা পূরণ হবেই।

মানুষের জীবনে আশাকে তুলনা করা যায় অক্সিজেনের সঙ্গে, অক্সিজেন ছাড়া যেমন আমাদের দেহ বেঁচে থাকতে পারে না তেমনি আশা ছাড়াও মানব জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। আশা হল ভবিষ্যৎ যা বর্তমানে উপস্থিত। খ্রিস্টবিশ্বাসের সঙ্গে আশা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই একে তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণের মধ্যে একটি হিসেবে বর্ণনা করা হয় (অন্য দু'টি হল বিশ্বাস ও ভালোবাসা)। সাধু পলও করিন্থিয়দের কাছে তার পত্রে তা তুলে ধরেছেন *(১ কলিন্থিয় ১৩:১৩)*। অপরদিকে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিকট প্রকৃত আনন্দ হল প্রভুর বাণী পালন করা, সেই বাণী অনুসারে জীবন যাপন করা। ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পল তাঁর পত্রে বলেছেন, "তোমরা সবাই প্রভুর সান্নিধ্যে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক!" *(ফিলিপ্পীয় ৪:৪)* অর্থাৎ প্রভুর সান্নিধ্যে থাকাটাই আনন্দের, আর প্রভুর সান্নিধ্য আমরা লাভ করি ঐশবাণী শ্রবণ ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে।

ঐশবাণী ও আশা: গোটা বাইবেল জুড়েই রয়েছে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মানুষ ঈশ্বরের নিকট যা প্রত্যাশা করেছেন, ঈশ্বর তাই দিয়েছেন, কিন্তু বিনিময়ে তিনি চেয়েছেন তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা। যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন, তাদের সব আশাই তিনি পূরণ করেছেন আর যারা বিশ্বস্ত থাকেনি তাদের তিনি শাস্তি দিয়েছেন। খ্রিস্টবিশ্বাস হল 'আশার তীর্থযাত্রা' যে যাত্রা আমাদের বিশ্বাসের পথে চলতে সাহায্য করে, যে যাত্রার শেষে রয়েছে অনন্ত জীবন।

ক. পুরাতন নিয়ম: পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি যে ঈশ্বর আব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার নিজের বংশ ও একটি নতুন দেশ দান করবেন, আব্রাহাম ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে তার দেখানো পথে চলেছেন এই আশায় যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন আর ঠিকই আব্রাহাম তাঁর বিশ্বাসের প্রতিদান লাভ করেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে নিজের জাতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং তাদের পাশে পাশে থেকেছেন। কিন্তু সেই মনোনীত জাতি বারবার ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে, বিপদে পড়ে আবার তারা ঈশ্বরকে ডেকেছে এই আশা নিয়ে যে, ঈশ্বর তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং তাদের সমস্ত বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন, ঈশ্বরও তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সব আশা পূরণ করেছেন। সেই মরুভূমিতে যখন ইস্রায়েল জাতি বার বার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করছিল এবং তারা বিভিন্ন জিনিস প্রত্যাশা করছিল, তখনও ঈশ্বর তাদের প্রত্যাশা পূরণ করেন। কুলপতিগণ, প্রবক্তাগণ, রাজাগণ যখনই সাহায্যের জন্য ভগবানকে ডেকেছেন তখনই ভগবান সাড়া দিয়েছেন, তাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। এভাবেই আমরা গোটা পুরাতন নিয়মেই দেখি যে ঈশ্বর মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে চলেছেন।

খ. মঙ্গলসামচারে: পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা আসে যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে, কারণ ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি একজন মসীহ্‌কে পাঠাবেন যিনি তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। ইস্রায়েল জাতিও দীর্ঘদীন প্রত্যাশায় ছিল সেই মসীহের। আর যিশুর আগমনের মধ্য দিয়েই তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণতা লাভ করে *(মথি ১৬:১৬-১৭)*। মঙ্গলসমাচারে আশার সাথে বিশ্বাস ওতোপ্রতভাবে জড়িত। কারণ আমাদের আশা তখনই পূরণ হয় যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, ঈশ্বর তা পূরণ করবেনই। যিশু তাঁর প্রচার কাজের সময় বিভন্ন মানুষের আশা পূরণ করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন, বোবাকে দিয়েছেন কথা বলার শক্তি, কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন এবং মানুষের নানা রকম জটিল রোগ সারিয়ে তুলেছেন। এভাবেই আমরা মঙ্গলসমাচারে মানুষের বিবিধ প্রত্যাশা এবং যিশু কর্তৃক তা পূরণ হতে দেখতে পাই।

গ. সাধু পলের জীবনে আশা: সাধু পলকে বলা হয় আশার ঐশতত্ত্ববিদ, যিনি আশার সঙ্গে বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সমস্ত পরিশ্রম, কষ্টভোগ ও নির্যাতনকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "আসলে, ইস্রায়েল জাতি যা আশা ক'রে আসছে, আমিও তেমনটি আশা করি বলেই আজ এই ভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে আছি" *(শিষ্যচরিত ২৮:২০)*। শত নির্যাতনের মধ্যেও তিনি কখনোই আশাহত হননি। তিনি বিধর্মীদের অবস্থা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "তখন এই জগতে তোমাদের আশা করার মতো কোন-কিছুই ছিল না; তোমরা ছিলে ঈশ্বরহীন মানুষ" *(এফেসীয় ২:১২)*। খ্রিস্টানদের যে কিসের আশায় থাকতে হয় সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে যা সঞ্চিত রয়েছে, তা পাবার আশাই তোমাদের এই বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে" *(কলসীয় ১:৫)* অর্থাৎ বলা যায় সাধু পল তাঁর প্রচার জীবনে আশাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

বর্তমান বাস্তবতায় আশা: প্রবাদে বলা হয়, "সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা" অর্থাৎ আশার ভেলায় চড়ে আমাদের এ সংসার সাগর পাড়ি দিতে হয়। বর্তমান জগতের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই যে জগত জুড়ে আজ যুদ্ধ, হানাহানি, ক্ষমতার লড়াই, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যা মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এমতাবস্থায়ও আমাদের আশা হারালে চলবে না কারণ এমনি যে ঘটবে তা যিশু আগেই বলেছিলেন, "কারণ এখন থেকে, পাঁচজনকে নিয়ে যে সংসার, তাতে দেখা দেবে বিভেদ; তিনজন যাবে দু'জনের বিরুদ্ধে, দু'জন যাবে তিনজনের বিরুদ্ধে! এই বিভেদের ফলে বাপ যাবে ছেলের বিরুদ্ধে, ছেলে বাপের বিরুদ্ধে; মা মেয়ের বিরুদ্ধে আর মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, শাশুড়ি যাবে বউয়ের বিরুদ্ধে, আর বউ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে" *(লুক ১২:৫২-৫৩)*। বর্তমান জগতে এমনটিই ঘটছে। কিন্তু যিশু আমাদের ভয় পেতে নিষেধ করেছেন, "ভয়

পেয়ো না তোমরা, আমরা ছোট মেষদল! কেন না তোমাদের পিতা তো স্থির করেই রেখেছেন, ঐশরাজ্য তিনি তোমাদের দান করবেন" *(লুক ১২:৩২)*। তাই জগতের নানাবিধ সমস্যার মধ্যেও আমাদের প্রভুর এ কথার উপরই আস্থা রাখতে হবে যে আমরা একদিন ঐশরাজ্যের অধিকারী হবো। তবে আমাদের সম্পূর্ণ আশা-ভরসা রাখতে হবে ভগবানের উপর তবেই তিনি আমাদের তার করুণা দেখাবেন, "ওগো ভগবান, আমরা যেমন তোমাতে রেখেছি আশা, তেমনি তোমার করুণাও যেন থাকে আমাদের ঘিরে!" *(সামসঙ্গীত ৩৩:২২)*।

ঐশবাণী ও আনন্দ: "তোমরা বিষণ্ন হয়ো না, কেননা প্রভুর আনন্দই তোমাদের শক্তি" *(নেহেমিয়া ৮:১০)*। ঈশ্বর চান জগতের মানুষ যেন সর্বদাই আনন্দে থাকে। কিন্তু কিভাবে? সেই আনন্দ কি জাগতিক নাকি স্বর্গীয়? ঈশ্বর চান জগতের আনন্দ যেন হয় প্রভুকে ঘিরে "ভক্তের আনন্দ হোন স্বয়ং ভগবান"। জাগতিক আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রভুকে ঘিরে যে আনন্দ তা চিরকালীন। প্রভুর বাণী সর্বদাই আমাদের অনন্ত জীবনের পথ দেখায়, যে পথে চললে আমরা অনন্ত আনন্দে প্রবেশ করতে পারি। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের কেন আনন্দ করা উচিৎ? কারণ ঐশবাণী আমাদের জীবনের পূর্ণতার পথ দেখায়, যিশুর দেখানো পথে চলতে শেখায়। ঐশবাণীই আমাদের আনন্দ কারণ বাণী আমাদের সংবাদ দেয়:

ক. মসীহের আগমন: বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, মসীহের আগমনে মুক্তির আনন্দ চারদিকে উপচে পড়বে। প্রবক্তা ইসাইয়া প্রতীক্ষিত মসীহকে মহোল্লাসে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: "হে ঈশ্বর, তুমি তাদের দিয়েছ অসীম আনন্দ, কত গভীর করেছ তাদের উল্লাস! *(ইসাইয়া ৯:৩)*। সিয়োনবাসীদেরকে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান আনন্দ সহকারে গিয়ে তাঁকে বরণ করে নিতে: "সিয়োনের যত অধিবাসী, জয়ধ্বনি কর, হর্ষধ্বনি কর! *(ইসাইয়া ১২:৬)*। যারা দূর থেকে তাঁকে দেখেছে তাদের উদ্দেশে প্রবক্তা বলেন, তারা যেন এই সংবাদটি অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়: "যাও তুমি, সিয়োন নগরীর কাছে, মঙ্গলবার্তার দূত, এক উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠ! যাও, যেরুসালেমের কাছে মঙ্গলবার্তার দূত, মুক্ত কণ্ঠে চিৎকার কর, নির্ভয়ে চিৎকার তুমি!" *(ইসাইয়া ৪০:৯)*। সমস্ত সৃষ্টি মুক্তির আনন্দে সহভাগিতা করে: "হে আকাশ, হর্ষধ্বনি তোল! হে পৃথিবী, উল্লসিত হও! ওগো যত পাহাড়-পর্বত, ফেটে পড় আনন্দ-চিৎকারে! ঈশ্বর তো এখন তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তাঁর এই দুঃখপীড়িত মানুষদের প্রতি দেখাচ্ছেন দয়া" *(ইসাইয়া ৪৯:১৩)*।

জাখারিয়া প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকাকালে অপেক্ষমান জনমণ্ডলীকে সহর্ষে স্বাগত জানানোর জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন: "ওগো সিয়োনের কন্যা, আনন্দে মেতে ওঠ তুমি; ওগো জেরুসালেম কন্যা, জয়ধ্বনি তোল! ওই দেখ, তোমার কাছে আসছেন তোমার রাজা; ধর্মময় তিনি, মহাবিজয়ী তিনি! আহা, কত নম্র তিনি! বসে আছেন, দেখ, একটি গাধারই পিঠে, বাচ্চা গাধারই পিঠে, একটি গাধী বাচ্চারই পিছে"। এভাবেই ঐশবাণী আমাদের মসীহের আগমনে আনন্দ করতে বলে।

খ. যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান: প্রভুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু যদিও মানব ইতিহাসের একটি দুঃখজনক ঘটনা কিন্তু তবুও ঐশবাণী আমাদের আনন্দ করতে বলে কারণ এর মধ্য দিয়েই এসেছে পুনরুত্থান, যে পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। ঐশবাণী আমাদের বলে যে এ নশ্বর দেহ একদিন নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের আত্মা অমর। বাণীর আলোকে জীবন যাপন করলে সে আত্মা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বর্গে চির আনন্দ লাভ করবে কিন্তু জগতের সুখ-আনন্দে গা ভাসিয়ে দিলে লাভ করতে হবে অনন্ত আগুন। এ জগতে আমাদের মূল লক্ষই হল সেই অনন্দ লাভের উদ্দেশে জীবন যাপন করা যেখানে আসতে পারে দুঃখ- যাতনা ও মৃত্যু যেমনটি যিশুর জীবনে এসেছিল।

৩. যিশুর স্বর্গারোহণ: ঐশবাণী আমাদের আনন্দ করতে বলে কারণ যিশু স্বশরীরে স্বর্গে আরোহণ করেছেন এবং আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দিয়েছেন। এখন আমরাও চাইলেই সেই দরজা দিয়ে স্বর্গে যেতে পারি এবং সেখানে চির আনন্দের অংশীদার হতে পারি। আর সেখানে যাওয়ার পথ আমাদের দেখিয়ে দেন স্বয়ং যিশু, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন *(যোহন ১৪:৬)*। সেই সত্যের পথে চললেই আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি, তাই আমাদের আনন্দ করা উচিত।

৪. বাণী প্রচারের দায়িত্ব লাভ: এ জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাওয়ার আগে তাঁর বাণী প্রচারের দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর শিষ্যদের হাতে এবং শিষ্যদের মধ্য দিয়ে সব মানুষেরই কাছে। এই মহান দায়িত্ব পেয়ে আমাদের আনন্দ করা উচিত। তবে যিশু বলেছেন এ দায়িত্ব পালন সহজ হবে না, এর জন্য অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হবে তবে সেই নির্যাতন পাওয়ার জন্যও প্রভু আমাদের আনন্দ করতে বলেন, "ধন্য তোমরা, আমার জন্য লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন তোমরা আনন্দ করো, উল্লাস করো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার" *(মথি ৫:১১-১২)*। অর্থাৎ প্রভুর বাণী প্রচারের দায়িত্ব ও তার জন্য নির্যাতন সহ্য করার সুযোগ পেয়ে আমরা যেন আনন্দিত হই।

মঙ্গলবার্তার আনন্দ: পোপ ফ্রান্সিস বর্তমান জগতে বাণী প্রচারকে কেন্দ্র করে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে একটি পালকীয় পত্র লেখেন যার নাম হল "মঙ্গলবার্তার আনন্দ" (Evangelii gaudium-The Joy of the Gospel) যেটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল আরো কিভাবে উপযুক্তভাবে বর্তমান জগতে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা যায় তা তুলে ধরা। তিনি ঐশবাণীর আনন্দ সম্বন্ধে বলেন যে, "খ্রিস্টের ক্রুশের আলোকে দীপ্তিমান মঙ্গলসমাচার আমাদের অবিরত আমন্ত্রণ জানায় আনন্দ করার জন্য। এখানে তার মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। স্বর্গদূত মারীয়াকে অভিবাদন জানিয়ে যা বলেছিলেন তার মূল কথা হচ্ছে 'আনন্দ কর' *(লুক ১:২৮)*। এলিজাবেথের সাথে মারীয়া যখন সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তখন এলিজাবেথের গর্ভের শিশু যোহন আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন *(লুক ১:৪১)*। মারীয়া তাঁর প্রশংসাগীতিতে ঘোষণা করেন: "আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত" *(লুক ১:৪৭)*। যিশু তাঁর প্রচার কাজ শুরু করলে পর দীক্ষাগুরু যোহন গভীর আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠেন: "আমি এখন সেই আনন্দ, সেই পরম আনন্দই পাচ্ছি" *(যোহন ৩:২৯)*। যিশু নিজেই "পবিত্র আত্মার আবেশে উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন... *(লুক ১০:২১)*। তাঁর বার্তা আমাদের আনন্দ দেয়: "এসব কথা তোমাদের বললাম, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হতে পারে: *(যোহন ১৫:১১)*।

আমাদের খ্রিস্টীয় আনন্দ তাঁর উচ্ছসিত হৃদয়ের ঝরনা থেকে পান করে অমৃত পানীয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা তখন কাঁদবে, হাহাকার করবে! সংসার কিন্তু আনন্দ করবে।

হ্যাঁ, তোমাদের দুঃখই হবে, কিন্তু তোমাদের সেই দুঃখ পরিণত হবে আনন্দে! *(যোহন ১৬:২০)*। তিনি আরও বলেন "এখন তো তোমরা মনে মনে কষ্টই পাচ্ছ! কিন্তু আবার তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে; আর তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে আর তোমাদের সেই আনন্দ কেউই কেড়ে নিতে পারবে না কখনো! *(যোহন ১৬:২২)*। পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে দেখতে পেয়ে শিষ্যগণ "আনন্দিত" *(যোহন ২০:২০)* হয়েছিলেন। শিষ্যচরিত গ্রন্থে লেখা আছে প্রথম খ্রিস্টানগণ "আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত" *(শিষ্যচরিত ২:৪৬)*। প্রেরিতশিষ্যগণ যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই "এক মহা আনন্দের ধুম পড়ে গেল" *(৮:৮)*; এমনকি নির্যাতনের মুখেও তাঁদের "অন্তর ভরে রইল আনন্দে আর পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়" *(১৩:৫২)*। নব দীক্ষিত কঞ্চুকী "আনন্দিত মনে নিজের পথে এগিয়ে চললেন"*(৮:৩৯)*, অন্যদিকে পলের কারারক্ষী "ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে পেরেছে বলে সে ও তার বাড়ির সকলে মিলে আনন্দ করতে লাগল" *(১৬:৩৪)*। তবে আমরা কেন এই আনন্দের স্রোতধারায় নিজেদের ভাসতে দিব না? (মঙ্গলবার্তার আনন্দ ৫)। এভাবেই পোপ মহোদয় ঐশবাণীর আনন্দকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং আমাদের সেই আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

উপসংহার: রোমীয়দের কাছে সাধু পল বলেছেন, "আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত করে রাখুক" *(রোমীয় ১২:১২)* অর্থাৎ আমরা যেন আশাহত হয়ে নিজেদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে না দিই বরং দৃঢ় আশা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাই কারণ আশা আমাদের শক্তিশালী করে, যেমনটি প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন, "যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা নতুন শক্তি লাভ করে" *(৪০:৩১)*। যিশুর বাহাত্তর জন শিষ্য যেমন তাঁদের উপর ন্যস্ত প্রেরণকর্ম সমাপ্ত করে ফিরে এসে আনন্দ অনুভব করেছিলেন *(লুক ১০:১৭)* তেমনি আমরাও যদি ঐশবাণী শ্রবণ ও সেই মত জীবন যাপন করি তাহলে অন্তরে-বাহিরে আনন্দ অনুভব করতে পারব। যিশু নিজের ও পিতার ইচ্ছা পালন করতে পেরে আনন্দ অনুভব করেছিলেন। সেই আদি খ্রিস্টানুসারীরাও এই আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যারা পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতশিষ্যদেরকে "নিজের নিজের ভাষায়" *(শিষ্য ২:৬)* বাণী প্রচার করতে শুনেছিলেন। যুগে যুগে, কালে কালে প্রভুর বাণী যেমন মানুষকে পথ দেখিয়েছে, জগতের শেষ দিন পর্যন্তও জগতের মানুষকে তা দেখিয়েই যাবে, যারা ঐশবাণীতে আস্থা রাখবে, তাদের আশা ও বিশ্বাস কখনও বিফলে যাবে না, তারা আনন্দেই দিন কাটাক। যেমনটি সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে: ঈশ্বরই শুধু হোন সর্বদা আমার প্রাণের আরাম, আহা, তাঁরই জন্যে আশা পাই আমি মনে! *(৬২:৫)*।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১. সাধু বেনেডিক্ট মঠ কর্তৃক অনুদিত: পবিত্র বাইবেল, *জুবিলী বাইবেল;* বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা ২০০৬।

২. গমেজ, সিস্টার শিখা লেটিসিয়া, সিএসসি, কর্তৃক সম্পাদিত: *মঙ্গলবার্তার আনন্দ-পোপ ফ্রান্সিসের ধর্মোপদেশ;* বাংলাদেশ কনফারেন্স অব রিলিজিয়াস, ঢাকা, ২০১৪।

৩. BARS, Henry: *Faith Hope and Charity;* Hawthorn Books, New York, 1962.

৪. BRUNNER, Emil: *Eternal* Hope; Lutterworth Press, London, 1954.

জাপানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ!

স্বল্প বিনিয়োগে মাত্র ৩-৬ মাসের মধ্যে বিনিয়োগ ভিসায় জাপানে গিয়ে ব্যবসাসহ উচ্চ বেতনে চাকরী ও বসতি গড়ার অভাবনীয় সুযোগ। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম: এসএসসি পাস। বয়সঃ ৩০-৬০ বছর পর্যন্ত। প্রয়োজনে প্রাথমিক বিনিয়োগ/ব্যাংকিংসহ সাপোর্ট প্রদান করা হবে। জাপানে পৌঁছানোর পর সেটেল হবার জন্য প্রাথমিক সকল সাপোর্ট প্রদান করা হবে। পরিবার সমেত জাপানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ রোমানিয়ায় জব ভিসা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ!

রোমানিয়ায় জব ভিসায় কিছু সংখ্যক কর্মী নেয়া হচ্ছে। বয়স: ২২-৪৮ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম: এসএসসি পাস। এছাড়াও উক্ত দেশগুলিতে স্টুডেন্ট ভিসাতে যেতে পারবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। পাশাপাশি - USA/Canada/Uk/Australia/New Zealand/Japan/ S.Korea/Austria/Italy/Malta/Norway/Denmark/ Sweden/Finland/Russia-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২ (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

info@globalvillagebd.com

Schooling visa-তে (প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) USA/Canada/ Australia-তে ছাত্র-ছাত্রীর সাথে অভিভাবকদেরও যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুন:

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৩১/২৫

ঐশবাণী: অনন্ত জীবনের আশা

রূপক আইজ্যাক রোজারিও

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যাতে খ্রিস্টবিশ্বাসীবর্গ এবং অন্য সব ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এই বছর ঈশ্বরের পরম ভালোবাসা, করুণা, ক্ষমা, দয়া লাভ ও ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। আমাদের কাথলিক মণ্ডলীতে জুবিলী বছর ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ বছর হিসেবে পালন করে থাকি, যা বিশ্বাস উদ্‌যাপন এবং গভীর করার উদ্দেশে হয়ে থাকে। এ বছর মাতামণ্ডলী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে যিশু খ্রিস্টের আগমনের ২০২৫ বর্ষপূর্তি। জুবিলী বছরকে কেন্দ্র করে মণ্ডলী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যেমন: তীর্থযাত্রা, কৃত পাপের জন্য অনুতাপ, গভীর ধ্যান-প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক পাঠ ও অনুশীলন, একতার আহ্বান, সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, দান ও ত্যাগস্বীকার ইত্যাদি। একইভাবে এই বছরও মাতা মণ্ডলী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন এবং সেই সাথে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস দারিদ্র্য, বৈষম্য, এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছে। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ জুবিলী বছরটিতে গরীব এবং অসহায়দের সেবা এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার আহ্বান করে। এই আহ্বানের মূলে রয়েছে আমাদের অনন্ত জীবন বা স্বর্গীয় সুখ লাভের প্রবল আশা, যার মধ্যদিয়ে আমরা পরম পিতার সাথে মিলিত হতে পারি। আর ঐশবাণী আমাদের অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যায়। যদি আমরা ঐশবাণী কেন্দ্রিক জীবন গড়ে তুলি, তবে আমরা সেই প্রতিশ্রুত অনন্ত জীবন লাভ করব।

আমাদের মানব জীবন বড় বৈচিত্রময়। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষ ঈশ্বরের পরম ভালোবাসার পাত্র, "তাই ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তাকে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে" *(আদিপুস্তক ১:২৭)*। কিন্তু সেই ভালোবাসা মানুষ বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। মানুষের পতন হল আর শুরু হল পাপের রাজত্ব। আদি পিতা-মাতার একটি মাত্র অবাধ্যতার কারণে আমাদের পতন হয়েছে, যার মধ্যদিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে পতিত হয়েছি, "নারী সাপকে উত্তর দিল: আমরা এই উদ্যানের যে কোন গাছের ফল খেতে পারি; শুধুমাত্র যে গাছটি উদ্যানের মাঝখানে রয়েছে, সেই ফলটি সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন: তোমরা তা খাবেও না, ছোঁবেও না! তাহলে তোমরা কিন্তু মরবেই মরবে" *(আদিপুস্তক ৩:২-৩)*। হ্যাঁ, আমরা সত্যিই মরেছি, সবচেয়ে বড় কথা মানুষের জীবনে পাপের ফল যে কত শোচনীয় ও ভয়ংকর ফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি ঐশবাণীর মধ্যদিয়ে। পাপের কারণে আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল; কিন্তু আমরা আশায় ছিলাম কবে আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা উন্মুক্ত হবে। সেই পরিত্রাণের আশার বাণী আমাদের শোনাতে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ এই পৃথিবীতে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত হয়েছিল এবং আমাদের কাছে সেই পরিত্রাণের কথা প্রচার করেছিল। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের ২৬:১ *পদে* সেই কথাই উল্লেখ করেছেন, "কিন্তু তোমার যত মৃত ভক্তজন, তারা তো বেঁচে উঠবেই, তাদের মৃতদেহ একদিন উঠে দাঁড়াবেই আবার! আহা, জেগে ওঠ, আনন্দধ্বনি কর তোমরা সবাই, এখন রয়েছ যারা ধূলার আবাসে! ওগো ভগবান, তুমি যে শিশির ঝরাও, সে তো আলোর শিশির; পৃথিবী তো ওইসব ছায়ামূর্তির নতুন জন্ম দেবেই একদিন।" যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে আমরা কিভাবে অনন্ত জীবন লাভ করেছি সেই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা ঈশ্বর পুত্র খ্রিস্ট, যার আসবার কথা ছিল।

আমরা আমাদের জীবনদশায় পার্থিব সুখ লাভের আশায় ভোগ-বিলাসীতা, জাগতিকতা, অর্থ-কড়ি, ধন-দৌলতের পিছনে ছুটে বেড়াই। আমরা ভুলে যাই আমাদের এই পৃথিবীর অধ্যায় শেষ হলে পরকালে আমাদের কি দশা হবে? আমরা কি পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করব? না কি নরক যন্ত্রণা ভোগ করব? তা নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের হাতে অনেক কম। আমরা মানব জীবনে যা করি না কেন, আমরা চাই সবচেয়ে ভাল কিছু লাভ করতে; তাই আমরা প্রত্যেকেই অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা করে থাকি, অর্থাৎ স্বর্গসুখ লাভ করতে চাই। আমরা জানি, আমাদের পাপময় অবস্থা আমাদেরকে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত করবে; তবুও আমরা আমাদের আদি পিতা-মাতার পথ অনুসরণ করে থাকি। আমাদের চিন্তায়, ধ্যানে, প্রার্থনায়, চাল-চলনে, জীবন-যাত্রায় সর্বদা মনে রাখতে হবে আমরা ঐশ সন্তান। আমাদের অধিকার রয়েছে স্বর্গীয় নাগরিক হবার। তবে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে অনন্ত জীবন লাভ করব? আর এর উত্তর হচ্ছে অনন্ত জীবন লাভ করতে হলে আমাদের চলতে হবে ঐশবাণীর আলোকে, চলতে হবে যিশুর দেখানো পথে, কারণ বাণী মানবদেহ ধারণ করেছিল যাতে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। স্বয়ং যিশু আমাদের অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যারা ঐশ রাজ্যের জন্য বাড়ি-ঘর, স্ত্রী, ভাই-বোন, বাপ-মা, বা ছেলেমেয়ে ছেড়ে এসেছে, তার প্রত্যেকেই এখন, বর্তমান কালে, তার শত গুণ পাবে আর পরকালে তারা পাবে শাশ্বত জীবন" *(মথি ১৮:২৯-৩০)*।

অনন্ত বা চিরন্তন জীবনের আশা শব্দটি খ্রিস্টান বিশ্বাসের মূল ধারণা, যা গভীর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহন করে। এটি পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি এবং মৃত্যুর পর জীবন পাওয়ার নিশ্চয়তার প্রতীক, যা বাইবেলের শিক্ষায় ভিত্তি। বাইবেলে বা ঐশবাণীতে শাশ্বত জীবন বা অনন্ত জীবন বা চিরন্তন জীবনের আশা বলতে বোঝায় মৃত্যুর পর ঐশরাজ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এই আশা পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের মৌলিক অংশ এবং এটি প্রাক্তন সন্ধি ও নব সন্ধির বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে প্রবক্তাদের গ্রন্থে, যিশুর শিক্ষায়, প্রেরিতদের লেখনিতে এবং সাধু পলের চিঠিতে উল্লেখিত রয়েছে। অনন্ত জীবনের আশা এর অর্থ হলো বিশ্বাসীরা শারীরিক মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল জীবন কাটাবেন। তাই তো তীতের কাছে পত্রের ১:২ পদে প্রেরিতদূত পল বলেছেন "তাতে তারা যেন শাশ্বত জীবনের আশা নিয়েই থাকতে পারে। কখনো মিথ্যা বলেন না, সেই স্বয়ং ঈশ্বর তো বহু যুগ আগেই সেই শাশ্বত জীবন মানুষকে দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন"। এটি কেবল ভবিষ্যতের একটি আশা নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এবং যিশুখ্রিস্টের আত্মত্যাগমূলক কর্মের মধ্যে ভিত্তি প্রাপ্ত একটি আত্মবিশ্বাসী প্রত্যাশা। তীতের কাছে প্রেরিতদূত পল ৩:৭ পদে এর স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, "যাতে খ্রিস্টেরই অনুগ্রহে আমরা অন্তরে ধার্মিকতা ফিরে পেতে পারি, আর তাতে আমরা যেন স্থায়ীভাবে শাশ্বত জীবনের অধিকারী হবার আশা নিয়েই থাকতে পারি"। দীক্ষাস্নানের সময়ে আমরা অন্তরে লাভ করি ঐশ জীবন, হয়ে উঠি ঈশ্বরের আপন সন্তান। ঈশ্বর সন্তানের পূর্ণ মর্যাদা আমরা অবশ্য পাবো স্বর্গলোকে। আর তা পাবার অধিকার তো আমাদের প্রত্যেকের আছে আর এর জন্য কিন্তু এই পৃথিবীতে আমাদের যোগ্য ঈশ্বর সন্তানের মতোই জীবন-যাপন করতে হবে। অনন্ত বা শাশ্বত জীবন ঈশ্বরের একটি উপহার, যা যিশুখ্রিস্টে বিশ্বাস করা ব্যক্তিরা লাভ করবেন। *(যোহন ৩:১৬)* "ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন। যাতে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের কার ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তার সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন" এটি বিশ্বাসীদের জন্য সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি, যা নিশ্চিত করে যে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যুর বাস্তবতা সত্ত্বেও চিরন্তন জীবন লাভের পথ প্রদান করে।

অনন্ত জীবনের আশায় বিশ্বাসের ভূমিকা অপরিহার্য কারণ বিশ্বাস আমাদের পরিত্রাণের পথে চলতে সাহায্য করে। আর এই বিশ্বাস যে কোন সাধারণ বিশ্বাস নয়, এ বিশ্বাস হতে

হবে ঐশবাণীর আলোকে। বিশ্বাস হলো চিরন্তন জীবনের আশা লাভের জন্য অপরিহার্য শর্ত। যিশুখ্রিস্টের উপর বিশ্বাস ছাড়া, তিনি যে শাশ্বত বা অনন্ত জীবন দেন, তা লাভ করা সম্ভব নয়। নতুন নিয়মে, বিশ্বাস এবং শাশ্বত বা অনন্ত জীবনের মধ্যে সম্পর্ককে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যোহনের মঙ্গলসমাচারে ৬:৪৭ পদে বলা হয়েছে "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি: অন্তরে যার বিশ্বাস আছে সে শাশ্বত জীবন পেয়েই গেছে।" যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করা, যিনি চিরন্তন জীবন দেন, এই আশা লাভের মূল চাবিকাঠি। এই বিশ্বাস কেবল বুদ্ধিগত সম্মতি নয়, বরং যিশুকে প্রভু ও রক্ষক হিসেবে বিশ্বাস করা, যিনি তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবনে প্রবেশের পথ প্রদান করেন। যিশু লাজারের মৃত্যুর পর যখন বেথানিয়ায় যান তখন তিনি মার্থাকে প্রশ্ন করেন যে, সে কি বিশ্বাস করে যে; তার ভাই আবার পুনরুত্থান করবে। মার্থার উত্তর ছিল হ্যাঁ, তখন "যিশু তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, আমি পুনরুত্থান, আমি জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না-কোন কালেই নয়!" *(যোহন ১১:২৫-২৬)*। এখনো যিশু আমাদের একই প্রশ্ন করেন আমরা কি সত্যিই তাকে আমাদের বিশ্বাসে রাখি? আমরা কি অনন্ত জীবন লাভের জন্য ও যিশুতে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি?

অনন্ত জীবনের আশা খ্রিস্টধর্মের পুনরুত্থান ধারণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। যিশুর পুনরুত্থান হলো সকল বিশ্বাসীর পুনরুত্থানের প্রথমফল। তিনি পুনরুত্থিত হয়ে গৌরবময় শাশ্বত জীবন লাভ করেছেন। তাঁর এই পুনরুত্থান সেই সমস্ত মানুষের ভাবই পুনরুত্থানের সুনিশ্চিত পূর্বলক্ষণ, যারা ঐশ জীবনের বন্ধনে তাঁর সঙ্গে এক বলে নির্ধারিত দিনে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে যেন শাশ্বত জীবনের অংশীদার হতে পরে। যেমন যিশু মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি যাঁরা তাঁর অনুসারী, তারাও অনন্ত জীবনের জন্য পুনরুত্থিত হবে। *(১ করিন্থীয় ১৫:২০-২২)* পদে বলা হয়েছে "আসলে কিন্তু খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন- শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে যারা, তিনি তাদের মধ্যে যেন নতুন ফসলের সেই প্রথম অংশেরই মতো। কেননা এই জগতে মৃত্যুর আসার কারণ যেমন একজন মানুষ, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের কারণও তেমনি একজন মানুষ। আদমের সঙ্গে সংযুক্ত বলে সকলের যেমন মৃত্যু হয়, খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই সকলে তেমনি সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।" এই পদটিতে অনন্ত বা শাশ্বত জীবন এবং পুনরুত্থানের মধ্যে সম্পর্ককে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান হলো এই নিশ্চয়তা যে বিশ্বাসীরা একই পুনরুত্থান লাভ করবেন, যা চিরন্তন জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। তাঁর মৃত্যুর উপর বিজয় তাদের নিশ্চিত করে যে ভবিষ্যতে তাঁরা মৃতদেহের পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের সঙ্গে চিরন্তন জীবন লাভ করবেন। কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে যদি আমরা এই জীবনে খ্রিস্টের উপর ভরসা না রাখি, তাঁর আত্মত্যাগী জীবনের আদর্শ মেনে না চলি, তাঁর দেখানো পথে অগ্রসর না হই। তাই আমাদের পুনরুত্থানে স্বাদ পেতে হলে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে সমস্ত জীবন দিয়ে।

অনন্ত বা শাশ্বত জীবনের আশা একটি উপহার হিসেবে আমাদের দেওয়া হয়েছে। চিরন্তন জীবনের আশা এই বোধে গভীরভাবে নিহিত যে এটি ঈশ্বরের একটি উপহার, যা মানব প্রচেষ্টা বা ধার্মিকতার মাধ্যমে অর্জিত কিছু নয়। এই ঐশ্বরিক উপহারটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং যিশুখ্রিস্টের মুক্তিদান কর্মের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। *(এফেসীয় ২:৮-৯)* পদে প্রেরিতদূত পল সুন্দরভাবে বলেছেন, "কারণ তোমরা তো ঐশ অনুগ্রহেই পরিত্রাণ পেয়েছ- পেয়েছ বিশ্বাসেরই গুণে। এ পরিত্রাণ তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরের দান। এ পরিত্রাণ তোমাদের কর্মসাধনার ফল নয় তাই এতে কারও গর্ব করার কিছুই নেই।" এই পদটিতে গুরুত্ব সহকারে বলছে যে অনন্ত বা শাশ্বত জীবন এমন কিছু নয় যা মানবজাতি তাদের নিজস্ব কাজ বা যোগ্যতার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে, বরং এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সেই উপায়, যার মাধ্যমে এই চিরন্তন জীবন আমাদের জন্য সুরক্ষিত রয়েছে এবং আমরা যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখি তারা একদিন পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারব।

অনন্ত বা শাশ্বত জীবন আমরা যেহেতু উপহার হিসেবে পেয়েছি তাই এই উপহারের যত্ন আমাদেরই নিতে হবে। ঐশবাণী আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাদের কিছু করণীয় বিষয় রয়েছে। শাশ্বত জীবন পেতে হলে আমাদের কর্তব্য হলো ঈশ্বরের করুণা এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি আমাদের নিবেদিত থাকা। যিশুখ্রিস্টের উপর বিশ্বাস অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য অপরিহার্য। "যিশু বলেছেন, আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" *(যোহন ১৪:৬)*। যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করা তাঁর যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস আমাদের সকল বিশ্বাসীবর্গের পরিত্রাণ ও অনন্তন জীবন লাভের পথ। অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাদের পাপের পথ থেকে মন পরিবর্তন ও হৃদয়ে অনুতাপ করতে হবে। ঐশবাণী আমাদের শেখায় যে আমাদের পাপমুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাদের পাপ থেকে ফিরে আসা উচিত। যিশু নিজে আমাদের আহ্বান করছেন পাপ থেকে মন ফেরাতে এবং সাবধান করে দিচ্ছেন, যদি আমরা মন না ফেরাই তবে আমাদের পরিণাম কেমন হবে, "না আমি তোমাদের বলছি তা নয়! তবে তোমরা যদি মন না ফেরাও, তাহলে তোমাদের সকলকে কিন্তু ওই ওদের মতো প্রাণ হারাতে হবে!" *(লূক ১৩:৩)*। অনন্ত জীবন লাভ করতে হলে আমাদের পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তাই এই বিষয়ে গালাতীয়দের কাছে পত্রে *(৫:১৬-১৭)* প্রেরিতদূত পল উল্লেখ করেছেন, "এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য বরং এই যে, তোমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতোই পথ চল, তাহলে তোমাদের সেই নিম্নতর স্বভাবটার কামনা তোমাদের আর মেটাতেও হবে না! কারণ মানুষের নিম্নতর স্বভাবটার কামনা, সেই পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধেই যায়; এদিকে পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কিন্তু সেই নিম্নতর স্বভাবটার বিরোধিতাই করে। এই দুই পক্ষের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব যেন লেগেই আছে! ফলে তোমরা যা করতে চাও, তোমরা তা করতে পার না।" অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাদের ঈশ্বর ও নিজের মতো করে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে যিশুর বাণীর আলোকে চলতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, শাশ্বত বা অনন্ত জীবনের আশা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি ভিত্তি। এটি ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের প্রতিশ্রুতি, একটি জীবন যা পাপ এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত, এবং যা সকলকে খ্রিস্টের সাথে মিলিত করে। এই আশা মানুষের প্রচেষ্টা দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভিত্তি করে, যা যিশুখ্রিস্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। চিরন্তন জীবনের প্রতিশ্রুতি বর্তমানে একটি বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের একটি আশা, যেমন বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় এবং তাদের চিরন্তন জীবনের পুনরুত্থানে আশ্বস্ত হয়। বাইবেলের পূর্ণতার মধ্যে, অনন্ত বা শাশ্বত জীবনের আশা কেবল একটি বিমূর্ত ধর্মীয় ধারণা নয়, বরং একটি জীবন্ত আশা যা বর্তমান সময়ে এসেও জীবনকে রূপান্তরিত করে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত জীবনের, মুক্তির ও পরিত্রাণ লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি ঈশ্বরের ঐশ্বরিক নিশ্চয়তা যে, খ্রিস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন। দৈহিক মৃত্যু শেষ নয়, বরং পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত জীবন সকল বিশ্বাসীর জন্য অপেক্ষা করছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

➢ মিংঙ্গো, খ্রীষ্টিয়াঁ, এস.জে.; মঙ্গলবার্তা বাইবেল, নব সন্ধি: প্রভু যীশুর গীর্জা, কলকাতা, ২০১৮।

➢ মিংঙ্গো, খ্রীষ্টিয়াঁ, এস.জে.; মঙ্গলবার্তা বাইবেল, প্রাক্তন সন্ধি (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ): জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩।

➢পবিত্র বাইবেল (জুবিলী বাইবেল), সাধু বেনেডিক্ট মঠের অনুবাদ, মহেশ্বরপাশা, খুলনা, ২০০৬।

➢ https://www.iubilaeum2025.va/en.html

ছিন্নমূল

ডেভিড স্বপন রোজারিও

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে যারা প্রাণের ভয়ে ভিটা মাটি ছেড়ে সহায় সম্বলহীনভাবে, এক কাপড়ে জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারাই আবার যখন দেশ স্বাধীন হবার সংবাদ পেলো তখন মহানন্দে বিজয় উল্লাসে, নির্ভাবনায় দলবদ্ধভাবে দেশে ফিরে আসে।

যখন তারা দেশ ছেড়েছিলো, তখন শুধু ছুটে চলেছিল, কারও দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ ছিলো না। কে সাথে এলো, কে মরলো তা দেখে হৃদয় ফেঁটে গেলেও বলার কিছু ছিলো না। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শুধু দৌড়াচ্ছে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। তখন পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলে, ক্ষুধায় প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইলেও, কেউ সামান্যতম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেনি, কারণ সেই দুঃসময়ে, সকলের অবস্থাই ছিলো, "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।"

কিন্তু কি অদ্ভূত, আজ পথে মোড়ে মোড়ে মানুষ পানি, খই, মুড়ি, গুঁড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর আনন্দে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কি বিচিত্র এ দেশ, কি বিচিত্র মানুষের মন, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। আর এই বাড়ি ফেরার আনন্দ মিছিলে, একটি পরিবার পরিজন হারা, আনুমানিক বারো বছরের একটি ছেলে স্রোতের টানে ভেসে আসে।

বলা বাহুল্য, তখন খুলনা থেকে পানিপথে একমাত্র বাহন ছিলো লঞ্চ। ছেলেটি দলের সাথে মিশে, বিনা ভাড়ায় লঞ্চে সদরঘাটে পৌছায়। সদ্য স্বাধীন দেশ, লঞ্চ ভাড়ার জন্য তেমন কেউ চাপ দেয়নি। একটি পরিবার সদয় হয়ে পথে তাকে মুড়ি, সন্দেশ দিয়েছিলো, তা দিয়ে সে ক্ষুধা নিবারণ করলো।

সদরঘাটে যখন লঞ্চটি ভিড়লো তখন ছেলেটি গভীর ঘুমে অচেতন। সমস্ত যাত্রী একে একে নেমে গেছে, সে টেরই পায়নি। একজন লঞ্চ কর্মচারী তাকে টেনে তুললো। ঘাটে নেমে সেই পরিচিত পরিবারটিকে মরিয়া হয়ে খুঁজলো কিন্তু কোথাও পেলো না। সে অচেনা জায়গায় কোথায় যাবে? দারুণ হতাশ হয়ে যখন সে এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করছিলো, সে দেখলো তার মতই কিছু বালক, যাত্রীদের বোঝা টানছে। ওদের দেখাদেখি যাত্রী দেখলেই ছুটে গেলো এবং বোঝা টেনে যে পয়সা পেলো তা দিয়ে কোনমতে কখনো পেট ভরে, কোন বেলা অর্ধাহারে দিন কাটাতে লাগলো। রাতে অন্যান্য অসহায় ছেলে মেয়েদের সাথে ঘাটেই রাত্রি যাপন করতে লাগলো।

এমনি একদিন পড়ন্ত বিকেলে, যাত্রীর আশায় সে লঞ্চঘাটে একটি লোহার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিলো। ওর থেকে বয়সে অনেক বড় একটি যুবক এসে বললো, "কি নাম তোর? কোথা থেকে আসছিস? বেশ কয়েকদিন ধরে দেখতেছি কুলিগিরি করতে। আগে তো তোরে দেখি নাই।" একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করলো।

সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বললো, "আমার নাম সঞ্জু। আমার আপন বলতে কেউ নেই। আমি ওপার বাংলায় শরনার্থী শিবিরে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার পর একদল শরনার্থীর সাথে চলে আসি। তারা আমাকে এখানে ফেলে চলে গেছে। আমি তো কাউকে চিনি না, এ অচেনা জায়গায় কোথায় যাবো, তাই এখানে পড়ে আছি।"

প্রশ্নকর্তার নাম সেলিম। ওর কথা শুনে তার ভীষণ মায়া হলো-

সে বললো, "আমার সাথে যাবি? আমার এক বুড়ি মা আছে। তারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। আমাকে প্রতিদিন রান্না করে খাওয়ায়, থাকতে দেয়। সে খুব ভালো। তুই গেলে তোকেও খাওয়াবে। যাবি তুই?"

যুবকটির আন্তরিক আহ্বানে বালকটির মন ছুঁয়ে গেলো। সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো- হ্যাঁ, যাবো।

- যদি যাস, তবে ঠিক রাত আটটার সময় এখানে থাকবি। আমি আমার কাজ সেরে তোকে নিয়ে যাবো। বলে সেলিম চলে গেলো।

ঠিক আটটার সময় সেলিম এলো এবং বললো, "চল যাই।" সঞ্জুর হাতে একটি ছোট্ট কাপড়ের পুটলি, বোধ হয় কিছু ময়লা কাপড় চোপড় আছে। যা হোক, তারা হাঁটতে হাঁটতে সুত্রাপুর পার হয়ে একটি খোলা মাঠে উপস্থিত হলো।

সরকারি খাস জমিতে চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে বস্তি গড়ে উঠেছে। অধিক রাত হওয়াতে চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, পরিষ্কারভাবে কিছুই চোখে পড়ে না। দূর থেকে মাঝে মধ্যে বস্তির ঘরগুলো থেকে কুপিবাতির টিম টিম আলো চোখে পড়ছে।

বুড়ি মা রান্না করছিলেন। সেলিম বললো, "বুড়ি মা, আজ আমি তোমার আরেক সন্তানকে কুড়িয়ে এনেছি।" বুড়িমা শাড়ির আঁচলে ভিজা হাত মুছতে মুছতে কুপি বাতির আলোতে ছেলেটির মুখ দেখতে চেষ্টা করলো। সে খুশি হলো এবং ছেলেটিকে একই প্রশ্ন করলো- কোথা থেকে এসেছে, কি নাম ইত্যাদি। সঞ্জু একই উত্তর মুখস্থের মতো বলে গেলো। বুড়িমা সঞ্জুর কুচকুচে গায়ের রং, মাথাভর্তি কালো ঝাকড়ানো চুল দেখে বললো- আমি সঞ্জু ফঞ্জু বলতে পারবো না বাপু। আমি তোকে 'কালুয়া' বলে ডাকবো। সেদিন খেতে খেতে সুখ-দুঃখের অনেক আলাপ হলো। দীর্ঘদিন পর পরম স্নেহে উপাদেয় খাদ্য পেয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগলো। রাতে একটি চাটাইয়ের উপর একটি কাথা বিছিয়ে সে ঘুমালো। তার মনে হলো সে এক ঘোর স্বপ্ন দেখছে, সেখানে সে রূপকথার এক রাজপুত্র। আরাম বিছানা পেয়ে বেঘোরে ঘুমালো। সকালে উঠে নাস্তা খেয়ে মহানন্দে সেলিমের সাথে লঞ্চঘাটে কাজের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলো।

সঞ্জু প্রতিদিন বুড়িমার জন্য কিছু না কিছু ফল কিনে নিয়ে আসে। যেমন- পেয়ারা, বড়ই, তরমুজ, বেল ইত্যাদি। রাতে শুয়ে শুয়ে বুড়িমার কাছে অতীত জীবনের হারিয়ে যাওয়া ঘটনা বলতে বলতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

জীবন কিন্তু এক স্থানে থেমে থাকে না। কালুয়া ওরফে সঞ্জুও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রায় ছুটির দিনে সে ঘুরতে বের হয় এবং মাঝে মধ্যে স্থানীয় ছেলেদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে সে একটি 'চামড়া পাকা করার কারখানার (Tennery) সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। বিশাল এই কারখানাতে কত লোক কাজ করে, সে মনে মনে ভাবে, সে যদি এমন একটি কাজ পেতো তবে হয়তো জীবনে আরও উন্নতি করার সুযোগ পেতো এবং বুড়িমাকে নিয়ে ভালো একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতে পারতো। সুযোগ পেলেই সে কারখানার সামনে ঘুরাঘুরি করতো। একদিন কারখানার একজন পিয়ন এসে তাকে বললো- এই, তুমি এখানে কি করছো? সাহেব তোমাকে ডেকেছে। কালুয়া দুরু দুরু বক্ষে বিশাল লোহার গেটের ছোট সাইড গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। পিয়ন ছোট সাহেবের দরজার কাছে গিয়ে বললো, স্যার, এই যে সেই ছেলেটি।

ট্যানারির মালিকের চার ছেলে। একই কম্পাউন্ডের মধ্যে তাদের আরেকটি 'লেইদ' (Lathe) (ধাতুর দ্রব্যাদি কুঁজিয়ে নানা আকারে গঠন করার যন্ত্র বিশেষ) কারখানা আছে। সেটা বড় দুই ভাইয়ের তত্বাবধানে। আর কনিষ্ঠ ছেলে মোস্তফা; সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বাবা তাকে বলেছেন, "পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দাও, রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ো না, তোমাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে।" বাবার পরামর্শ শিরোধার্য করে যদিও সে একটি ছাত্র সংগঠনের সমর্থক, কিন্তু কোনদিন সক্রিয়ভাবে কোন সভা-সমাবেশ-মিছিলে পারতপক্ষে অংশ নেয় না।

অন্য আরেক ভাই সার্বক্ষণিকভাবে কারখানার কাজ দেখাশুনা করে। মাঝে মধ্যে মোস্তফাও বাবার কারখানায় এসে বসে। শখের মধ্যে তিনি 'মোহামেডান স্পোর্টিং' এর তুখোড় সমর্থক। টীমের খেলা থাকলে সেদিন কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। সে দলবল নিয়ে মাঠে যাবেই।

যা হোক। অন্যদিনের মত মোস্তফা বাবার অফিস রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলো। হঠাৎ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, একটি বালক উৎসুক দৃষ্টিতে কারখানার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমে পাত্তা না দিলেও পরপর দু'দিন দেখার পর নেহায়েত কৌতুহলবশত

একটি পিয়ন দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে আনলো। ছেলেটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে সে বললো, "কি চাই? এ এলাকায় তোমাকে আগে কখনো দেখিনি, কোথায় থাকো, কি করো, কি নাম তোমার?

কালুয়া একে একে সব বললো, আসল নাম সঞ্জু। তবে সবাই আমাকে কালুয়া বলে ডাকে। বেশ অনেকদিন আগে, অভাবের তাড়নায় মার হাত ধরে 'গোয়া' (Goa) থেকে কলকাতায় চলে আসি। থাকতাম শিয়ালদা বস্তিতে। মা বাড়ি বাড়ি ঝি'য়ের কাজ করতো। কিন্তু বেশ কয়েকমাস আগে ভীষণ জ্বরে ভুগে মা মারা যায়। একদিন শিয়ালদা স্টেশনে বসেছিলাম। দেখলাম, একদল 'জয়বাংলা' শরণার্থী, বনগাঁ শরণার্থী শিবিরের দিকে যাচ্ছে। ওদের পিছু পিছু ট্রেনে চড়ে বনগাঁ চলে এলাম।

সেই থেকে শিবিরে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলাম এবং সাথে লঙ্গরখানার খাবার। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। সবাই যার যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আমিও পরিচিত পরিবারটির সাথে এপার বাংলায় চলে আসি।

মোস্তফা জিজ্ঞেস করলো, কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিস?

'ক্লাস ফোর', সে উত্তর দিলো।

ওর কথা শুনে মোস্তফার মায়া হলো। সে বললো, এখানে কাজ করবি?

হ্যাঁ।

-ঠিক আছে। কাল দুপুরের মধ্যে চলে আয়। তোকে পিয়নের কাজ দেবো। তারপর ম্যানেজারকে ডেকে বললো, এই ছেলেটা এতিম। একে কালকে পিয়নের কাজে লাগিয়ে দিন।

কালুয়া যথাসময়ে এসে বিকেলে কাজে যোগ দিল। কদাচিৎ তার মালিকপুত্রের সঙ্গে দেখা হয়। প্রায় মাস তিনেক পর একদিন মোস্তফার সঙ্গে দেখা। কালুয়া জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

মোস্তফা হাসিমুখে বললো, কিরে, কি খবর তোর? কেমন লাগছে কাজ?

-ভালোই লাগছে স্যার। আমি খুব খুশি।

বলা বাহুল্য, কালুয়া কঠোর পরিশ্রমী। যে কোন কাজে ঘৃণা বা অনীহা নেই। সদা চটপটে, নির্মল হাসি দিয়ে সহজে সবাইকে জয় করে নেয়ার সহজাত স্বভাবটিই তাকে প্রত্যেকের কাছে আপন করে তুলেছে। মোস্তফা ম্যানেজারের কাছ থেকে সব ভালো রিপোর্ট পেত। সে সহানুভূতি জানিয়ে বললো- শোন, এভাবে তুই জীবনে উন্নতি করতে পারবি না। আমি ভাবছি তোকে কোন স্কুলে ভর্তি করে দেবো। কাল একবার সকাল দশটার দিকে আমার সাথে দেখা করবি কেমন?

পরদিন সকালে কালুয়া এলে মোস্তফা তার পরিচিত এক শিক্ষকের মাধ্যমে একটি প্রাইমারী স্কুলে, বয়স বিবেচনায় ক্লাস ফাইভে ভর্তি করে দিলো।

এরপর দ্রুত সময় গড়াতে থাকে। মোস্তফা কৃতিত্বের সাথে 'Master of Arts' ডিগ্রি লাভ করে। এখন সামনে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার হাতছানি। আর ঠিক এই সময়ে তার ছোট চাচা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় বসবাস করেন পরিবার পরিজন নিয়ে। পনেরো বছর পর তিনি দেশে এলেন, ঈদের উৎসবে আত্মীয় স্বজনদের সাথে উপভোগ করতে। সবাই আনন্দিত। ভাতিজা মোস্তফাকে দেখে এবং তার সুদর্শন চেহারা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে চাচা একদিন সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডায়, বড় ভাইয়ের কাছে তার বড় মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। যদিও বয়সে মেয়েটি একটু ছোট কিন্তু তা তেমন বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো না। মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেলো। এরপর সব প্রক্রিয়া ঠিকঠাকমত হয়ে গেলে, মোস্তফা একদিন স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় পাড়ি জমালো।

এত অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু দ্রুত সম্পন্ন হয়ে গেল যে, কালুয়ার মতো একজন সাধারণ বালকের কথা মোস্তফার চিন্তার মধ্যেই এলো না। আমেরিকার কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে এসে প্রথমে একটি ব্যাংকে চাকরি পায়, কিন্তু ভালো বেতন হওয়া সত্তেও ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে মন চাইলো না। স্বাধীনচেতা মন, তদুপরি ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র হওয়ার কারণে ব্যবসার প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে।

ম্যানচেস্টারের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় 'গ্রোসারী ব্যবসা' শুরু করলো। বাঙালি মহলে বেশ আলোড়ন পড়ে গেল। একে তো মোস্তফার অমায়িক ব্যবহার, তার ওপর সবকিছু মোটামুটি সহজলভ্য হওয়াতে প্রচুর ভীড় লেগে থাকে। মোস্তফা এর পাশাপাশি 'ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিং ও 'বাড়ি কেনা-বেচা'র উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে সাইড ব্যবসা শুরু করলো। এতে সে অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি গাড়ী করে ফেললো।

বিদেশে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেলো। প্রায় বারো বছর ধরে দেশে যাওয়া হয় না। বাবা-মা বেশ কয়েকবার ভিজিটিং ভিসায় ঘুরে গেছেন। মোস্তফা যে ব্যবসা শুরু করেছিল তাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, আজ মোটামুটি কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বস্তি পেয়েছে। সে সবসময় প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায় উপস্থিত না থাকলেও বিশ্বস্ত কর্মচারীরা এখন চালিয়ে নেয়।

মাঝেমধ্যেই স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে নিউইয়র্কে আসে কেনাকাটার জন্য। কেনাকাটা একটা উছিলা মাত্র। আসলে মোস্তফা ভীষণ ভোজন রসিক। তাই নিউইয়র্কের বিভিন্ন নামকরা বাঙালি রেস্তোরাঁয় লোভনীয় সব খাবার খেয়ে সে আনন্দ ও তৃপ্তি পায়।

একদিন একটি রেস্টুরেন্টে পেটপুরে খেয়ে দেয়ে অতিরিক্ত খাবারগুলো প্যাকিং করে নিয়ে বেয়ারাকে বিল আনতে বললে, বেয়ারা বলে- আপনার বিল ম্যানেজার স্যার দিয়ে দিয়েছেন।

মোস্তফা আশ্চর্য হয়ে বলে, কিন্তু কেন? ডাকো তোমার ম্যানেজারকে।

ম্যানেজার মাথা নিচু করে সামনে এসে দাঁড়ালো। মোস্তফা তাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো, কালুয়া, তুই? কবে এসেছিস আমেরিকায়? আমি তো কিছুই জানি না?

কালুয়া মোস্তফার পা ছুঁয়ে, ভক্তিভরে প্রণাম করে আবেগের বশে গদগদ হয়ে যা বললো,

"আপনি চলে আসার পর, দয়াল স্যার আমার পড়াশোনার সব দায়িত্ব নেন। বলতে গেলে তারই অনুপ্রেরণায় ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছিলাম এবং তারপর কলেজে ভর্তি হলাম। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বিএ পড়ছিলাম। ঠিক তখনই পত্রিকায় ডিভি লটারীর বিজ্ঞাপন দেখলাম এবং সেই মতো আবেদন করলাম। একদিন আমেরিকান অ্যাম্বাসী থেকে ডিভি অনুমোদনের চিঠি পেলাম। তারপর পাসপোর্ট করলাম এবং একদিন ভিসা নিয়ে চলে এলাম। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ম্যাট্রিক পাশ করার পর একটি সাহায্য সংস্থার চাকরি নিয়ে মিরপুর চলে আসলাম। তাই অনেকের সাথে তাড়াহুড়ো করে দেখা করার সুযোগ হয়নি। এখানে এসে বিয়ে করেছি, আমাদের একটি ছেলে আছে।"

এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে মোস্তফা ওর কথাগুলো শুনছিলো। সে থামতেই তাকে বললো, "বাকি কথা তোমার বাসায় গিয়ে শুনবো। আমরা আগামী সপ্তাহে আবার আসবো একটি জরুরী কাজে। তোমার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দাও। আমরা তবে এবার আসি।" বলে কালুয়ার আনন্দ অশ্রু ঝরতে দেখে পিঠ চাপড়িয়ে গাড়ীতে চড়ে বসলো।

মোস্তফা এক সপ্তাহ পর নিউইয়র্কের কাজ সেরে কালুয়ার বাড়ি চলে এলো। চারতলা বাড়ির দোতালায় থাকে সে পরিবার নিয়ে। বেশ পরিপাটি করে সাজানো ঘর। ছোট ছেলেটির জন্য কিছু খেলনা ও এক প্যাকেট মিষ্টি সাথে নিয়ে এলো। সৌজন্য কথাবার্তার পর বড় ডাইনিং টেবিলে খেতে বসলো। বোধ হয় কালুয়া তার জীবনের উত্থানের পিছনে ছোট সাহেবের কতখানি অনুগ্রহ ও সাহায্য ছিলো বিস্তারিত স্ত্রীকে বললো, যার জন্য সে স্বতস্ফূর্ত হতে পারছিলো না। স্বামীর মনিব ও তার স্ত্রীর সামনে একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিলো। সমস্ত খাবার সুন্দর করে টেবিলে থরে থরে সাজিয়ে রেখে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল।

মোস্তফার স্ত্রী ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর করছে, ঠিক সে সময় মোস্তফা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলো, কালুয়া, তুমি ও তোমার স্ত্রী আমাদের সাথে একই টেবিলে খেতে বসো। কালুয়া ও তার স্ত্রী দু'হাত জোর করে বললো, ছোট সাহেব, আমাদের এ বেয়াদবি করতে বলবেন না। কিন্তু মোস্তফা কোন আপত্তি শুনলো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে কালুয়াকে বুঁকে জড়িয়ে ধরে বললো, এখন থেকে তুমি আমার ছোট ভাই 'সঞ্জু', কখনো নিজেকে ছোট মনে করবে না।

কালুয়া ও তার স্ত্রী হাউমাউ করে আবেগে কেঁদে ফেললো এবং সেদিন থেকে তারা নিয়মিত ফোনালাপ ও আসা যাওয়া করে আত্মিক সম্পর্ক আরো জোরদার করে তুললো। আজও সে সম্পর্ক অটুট আছে।

লূর্দের রাণী মা মারীয়ার মহাপর্বোৎসব

বনপাড়া ধর্মপল্লী, হারোয়া, নাটোর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

লূর্দের রাণী মা মারীয়া

শ্রদ্ধাভাজন সুধী,

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, বনপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লূর্দের রাণী মা মারীয়ার মহাপর্বোৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, মা মারীয়ার কৃপা, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভের জন্য ফ্রান্সের লূর্দ নগর থেকে বিশেষ পাথর আনা হয়েছে যা স্পর্শ করে অনেক ভক্ত বিশ্বাসী আশ্চর্যজনকভাবে মা মারীয়ার কৃপা আশীর্বাদ লাভ করছে।

ধর্মপল্লীর এই মহাপর্বের মাহেন্দ্রক্ষণে মারীয়াভক্ত সকলকে অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই। বিশেষ করে, বনপাড়া ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত যারা দেশে বিদেশে রয়েছেন সকলকে এই মহাপর্বোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানসূচী

- ০৫ ফেব্রুয়ারি - ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, নভেনা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ, বিকাল ৩:৩০ মিনিট
- ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, শুক্রবার, পর্বীয় খ্রিস্টযাগ, সকাল ৯:৩০ মিনিট।
- পর্বকর্তা ৫০০ (পাঁচশত টাকা), খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত টাকা)

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা (পাল-পুরোহিত) ও পালকীয় পরিষদ, বনপাড়া ধর্মপল্লী

যোগাযোগ: ফাদার দিলীপ এস. কস্তা ০১৭১৫-৩৮৪৭২৫,
ফাদার শ্যামল গমেজ ০১৭৩১-৪৯৯৩৯০, মি. রতন পেরেরা ০১৭১৭-১৮৫৮৩৫

বিজ্ঞ/৩২/২৫

চিরবিদায়ের চারটি বৎসর
ব্রাদার লিটন জেরম রোজারিও

নাম: ব্রাদার লিটন জেরম রোজারিও
জন্ম: ০৬/০৩/১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া,কালীগঞ্জ

শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করে দূরে থাকলেও আত্মিকভাবে রয়েছো সকলের হৃদয়জুড়ে। সবাইকে কাঁদিয়ে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার তোমাকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে গেলেও তুমি রয়েছো সব সময়ই আমাদের প্রার্থনায়। নিয়তির এই চিরসত্যটুকু মেনে নিয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার উৎসর্গীকৃত জীবনে যেমন ছিলে পিতার সান্নিধ্যে আজও আছো এবং চিরকাল তাঁর অনন্ত শান্তির রাজ্যে শান্তিতে থাকো। ওপারে ভাল থাকো সব সময়।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়
শোর্কাত পরিবারের পক্ষে
মা ও ভাই বোনেরা

বিজ্ঞ/২৮/২৫

আলোচিত সংবাদ

থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ড. ইউনূসের সাক্ষাৎ

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতাংতার্ন সিনাওয়াত্রা এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনের ফাঁকে থ াইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ড. ইউনূস। এর আগে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সামিটে যোগ দিতে চার দিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেলে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে সুইজারল্যান্ড পৌঁছান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এর আগে সোমবার (২০ জানুয়ারি) রাত ১টায় অধ্যাপক ইউনূস ও তার সফরসঙ্গীরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। সূত্র : বাসস।

(https://www.bd-pratidin.com/national/2025/01/22/1076220)

ট্রাম্পকে প্রধান উপদেষ্টার শুভকামনা

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথের আগেই তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা দুই দেশের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধান উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করে জানান, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের জন্য কাজ হবে। সেই বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করছি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন মেয়াদের শুরুতে তাকে শুভকামনা জানাই।

(https://www.rtvonline.com/bangladesh/309660)

বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু

বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত ২০ জানুয়ারী থেকে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ.এম.এম নাসির উদ্দিন সাভারে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। রোববার (১৯ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম গনমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। তিনি আরো জানান, ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এই কার্যক্রম চলবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। নিববন্ধন কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। ভোটার হতে যেসব তথ্যের প্রয়োজন তা হলো ১৭ ডিজিটের অনলাইন জন্মসনদের কপি, জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব সনদের কপি, নিকট আত্মীয়ের (পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি) এনআইডির ফটোকপি, এসএসসি, দাখিল, সমমান অথবা অষ্টম শ্রেণির সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং ইউটিলিটি বিলের কপি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি বা চৌকিদার ট্যাক্স রশিদের ফটোকপি)।

(https://www.rtvonline.com/bangladesh/309552)

মোবাইলে ১০০ টাকায় খরচ ১৪২ টাকা

বছর না ঘুরতেই আবারও বেড়েছে মোবাইল সেবার খরচ। মোবাইল ফোনে কথা বলা, মেসেজ আদান-প্রদান এবং ইন্টারনেট সেবার ওপর বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে গ্রাহকদের। এতে করে ক্ষোভ জানিয়েছে মোবাইল সেবাদানকারী অপারেটররা। রাজস্ব বাড়াতে সরকারের এই পদক্ষেপকে অবিবেচনা প্রসূত উল্লেখ করে তা অপারেটদের আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং সরকারের রাজস্ব কমবে বলে জানিয়ে অপারেটররা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে গ্রামীণফোনের চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার (সিসিএও) তানভীর মোহাম্মদ এক বিবৃতিতে বলেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর হঠাৎ আরও তিন শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করায় আমরা বিস্মিত। তিনি আরো বলেন, এখন থেকে প্রতি ১শ টাকার সেবা নিলে দিতে হবে ১৪২ দশমিক ৪৫ টাকা (ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জসহ)। গত বাজেটের আগে যা ছিল ১৩৩ দশমিক ২৫ টাকা।

https://www.banglanews24.com/information-technology/news/bd/1453579

ক্ষমতায় বসেই অনেক কিছু বদলে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েই একের পর এক নির্বাহী আদেশে সই করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুরোনো অনেক আইন বাতিল করেছেন। অনেক কিছুই এখন ওলটপলট। তাঁর এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বাইডেন প্রশাসনের ধারা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনার ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর তড়িঘড়ি জারি করা নির্বাহী আদেশের প্রভাব কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, পড়তে পারে বিশ্বজুড়ে। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে গত সোমবার জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প। এরপর দুই দফায় প্রায় অর্ধশত নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। প্রথম দফায় রাজধানীর ক্যাপিটল ওয়ান অ্যারেনায় অভিষেক প্যারেডের পরপরই, আর দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসে। এ সময় সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপও চালিয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। অভিবাসন থেকে পরিবেশ, সরকারি নিয়োগ থেকে নাগরিকত্ব নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কোন বিষয়ে বদল আনেননি ট্রাম্প? ক্ষমতায় বসে কলমের এক খোঁচায় ক্ষমা করেছেন ২০২১ সালে ক্যাপিটলে হামলায় দোষী সাব্যস্ত প্রায় ১ হাজার ৫০০ জনকে। এমন কিছু ঘোষণা দিয়েছেন, যার প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। দেশের বাইরে থেকেও ট্রাম্পের নানা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া আসছে। এসব পরিবর্তনের বিষয়ে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের সময় থেকেই বলে আসছিলেন ট্রাম্প। গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তা মেনেই বিপুল ভোটে তাঁকে জয়ী করে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছেন। সোমবার অভিষেক ভাষণেও ট্রাম্প বলেছেন, এই নির্বাহী আদেশগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার যাত্রা শুরু হবে।

(https://www.prothomalo.com/world/usa/l4x9beh0ui)

আর্থিক সহায়তার আবেদন

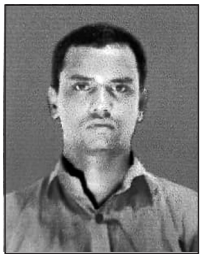

এই যে, আমি অসীম বৈরাগী, গৌরনদী ধর্মপল্লীর কলাবাড়িয়া গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার পরিবারে স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছে। আমি আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।
বিগত ৭ বছর যাবৎ আমার মেরুদণ্ডের হাড় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে অনেক বড় হয়ে গেছে।
আমার এই চিকিৎসা করতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। যা আমার পক্ষে যোগাড় করা অসাধ্য। তাই আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :

নাম : অসীম বৈরাগী
গ্রাম : কলাবাড়িয়া
উপজেলা : গৌরনদী
জেলা : বরিশাল।

পাল-পুরোহিত
গৌরনদী ধর্মপল্লী।

বিকাশ/নগদ : ০১৭৫৮-২০৯৯৮৭

প্রার্থনা

ঐশী আন্না গমেজ

প্রার্থনাশীল জীবন ছাড়া কোন মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকাশক্তি। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে। প্রার্থনা হলো কোনো কিছু চাওয়া, মিনতি করা, আবেদন করা ইত্যাদি। ধর্মীয় অর্থে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা বা তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অনুভব করা এবং বাস্তব জীবনে তাঁর প্রকাশ তুলে ধরা মূলত প্রার্থনা। প্রার্থনাহীন জীবন মৃত, নিষ্প্রাণ। অন্যদিকে প্রার্থনা সুন্দর ও পবিত্র করে। আমরা মূলত চারটি পদ্ধতিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

প্রথমত, প্রশংসামূলক প্রার্থনা। আমরা ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি ধ্যান করি, তাঁর মহত্ব ধ্যান করি। তিনি মহান, মঙ্গলময়, অসীম তা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। এসব প্রার্থনা হলো প্রশংসামূলক প্রার্থনা।

দ্বিতীয়ত, ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতামূলক প্রার্থনা। আমরা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া ও নানা আশীর্বাদ পেয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করি। যেমন- রোগ থেকে সুস্থ হয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যেসকল প্রার্থনা করি তাই হলো ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতামূলক প্রার্থনা।

তৃতীয়ত, আবেদন বা অনুনয়মূলক প্রার্থনা। ঈশ্বরের কাছে আমরা অনেক উদ্দেশ্য নিয়ে আবেদন করে থাকি। যেমন- অসুস্থকালে সুস্থতার জন্য, বিপদকালে নিরাপদে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এছাড়া আরো অনেক কিছুর জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন করে থাকি। এই প্রার্থনা হলো অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক প্রার্থনা। চতুর্থত, অনুতাপমূলক প্রার্থনা। আমরা ছোট-বড় পাপ করার পরে অনুতপ্ত হই। পাপ করার পরে আমরা ঈশ্বরের কাছে অনুতাপমূলক প্রার্থনা জানাই। সর্বশেষে, প্রার্থনা হলো আমাদের আত্মার খাদ্য, স্বর্গের দ্বার। প্রার্থনাশীল মানুষকে ঈশ্বর সর্বদাই ভালোবাসেন, রক্ষা করেন, পালন করেন। আমরা যেন সব সময় প্রার্থনারত থাকি ঈশ্বর তাই চান। প্রার্থনা শান্তি আনে। প্রার্থনার শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই। আসুন, আমরা প্রার্থনাশীল মানুষ হতে চেষ্টা করি। আমেন।

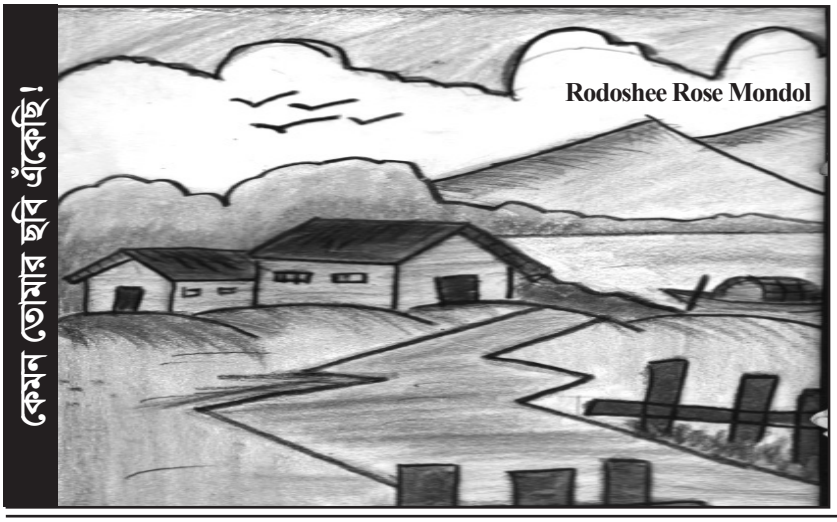

কৃপন-উদার

ক্ষুদীরাম দাস

কৃপন বাকীতে বাজার করে না;
আর উদার বাকীর কারণে লজ্জা পায়।
কৃপনের কোনো ঋণ নাই;
সেই উদার ঋণগ্রস্ত হয়।
কৃপণ নিশ্চিন্ত;
সেই উদার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।
কৃপণ অপচয় শিক্ষা দেয় না;
সেই উদার অপচয়কারী।
কৃপণ সঞ্চয় করে;
সেই উদার ছড়িয়ে বেড়ায়।
কৃপণের মুখে ছলনা দেখা যায়নি;
সেই উদারের ছলনা স্পষ্ট।
কৃপণ প্রশ্রয় দেয় না-আঁকড়ে ধরে;
সেই উদার খোঁড়া যুক্তি দেয়-প্রশ্রয়ে
ভূমিকা রাখে।
কৃপণ খোঁজ রাখে;
সেই উদার খোঁজ রাখার সময় পায় না।
কৃপণের ঘরে ওয়াইফাই থাকে;
উদারের ঘরে নাই।
কৃপণ মনে রাখে;
সেই উদার ভুলে যায়-নাই।
কৃপণ অহংকার করে না;
সেই উদার অহংকারে অন্ধ।
কৃপণ ন্যায্যতা বাড়ায়;
সেই উদার অন্যায় বৃদ্ধি করে।
কৃপণ হেরে গিয়েও জিতে যায়;
সেই উদার পরাজয় স্বীকার করে না।

মুক্তি

রঞ্জন গমেজ

মুক্তির আশায় যারা জীবন দেয়,
তাঁদের মুক্তি মিলে,
মুক্তি আশায় যারা বেঁচে থাকে,
তাঁদের মুক্তি মিলে না,
কালো হাত ছিঁড়ে খায় জাতির পতাকা।
বাতাস বিষাক্ত আজ আত্মার মিছিলে,
যুদ্ধ অবিরত, মৃত্যু অবিরত,
জীবন মৃত্যু, জয়-পরাজয় বড় আপেক্ষিক।
ইতিহাস বিজয়ীর হাতে লেখা।

রাজশাহীর নবাই বটতলাতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব

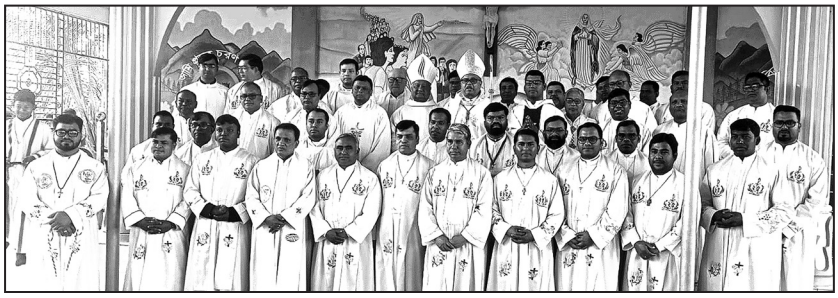

সাগর কোড়াইয়া: রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে প্রতি বছর ১৬ জানুয়ারি রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ রমেন জেমস বৈরাগী দুই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মারীয়া ভক্তবিশ্বাসী, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার তীর্থে অংশগ্রহণ করেন। আগের দিন বিকালে বিশপদ্বয় ও ফাদারদের পাহাড়িয়া, উঁরাও নৃত্য ও সাঁন্তলী দাসাই নৃত্য সহযোগে বরণ করে নেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আলোক শোভাযাত্রা, মা মারীয়ার ওপর আলোচনা এবং পবিত্র সাক্রামেন্তীয় আরাধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভক্তবিশ্বাসীরা রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তীর্থের খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশে বলেন, "মা মারীয়া যিশুর মা। আর যিশু মারীয়াকে আমাদেরও মা করে গিয়েছেন। নবাই বটতলাবাসী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচানোর জন্য মা মারীয়ার নিকট ভরসা করেছিলেন। আর মা মারীয়া ঠিকই তাঁর স্নেহের আঁচলে ভক্তবিশ্বাসীদের রক্ষা করেছেন।" মঙ্গলসমাচারের আলোকে তিনি আরো বলেন, "মা মারীয়া যেমন কানা নগরের বিবাহ উৎসবে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেলে তা যিশুকে জানান তেমনি আমাদের সকল অভাব মা মারীয়া ঈশ্বরের নিকট অর্পণ করেন।"

সুন্দর ও প্রার্থনাপূর্ণ আয়োজনের জন্য রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ জানান। নবাই বটতলা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার স্বপন পিউরিফিকেশন মা মারীয়ার নিকট গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা সিনোডাল মণ্ডলীর রূপকে প্রকাশ করে। আমরা এই বছর যিশুর জন্মের জুবিলীবর্ষে রয়েছি। জুবিলীবর্ষে আমরা মা মারীয়ার আশীর্বাদে যেন পথ চলি।

প্রতিবছর ১৬ জানুয়ারি দূর-দুরান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও খ্রিস্টভক্ত এসে মিলিত হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মাতা মারীয়ার নিকট তাদের বিশ্বাসের মানত ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার এই তীর্থ এখন ধর্মপ্রদেশের তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সম্মেলন-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং: গত ৯-১১ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবছরের মূলসুর ছিল- "অধিকতর স্বাগতমপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শ্রবণকারী মণ্ডলী হয়ে ওঠা"। প্রথমদিন, সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে পালকীয় সম্মেলন শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্যে উক্ত ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং পালকীয় সম্মেলনের মূলসুর নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেন। উদ্বোধনী পর্বে বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি বলেন, ঈশ্বরের পথে চলতে আমাদের "নতুন বছরে যিশু ও নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।"

এরপর বড়দিনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন ফাদার ভেরিওয়েল চিসিম এবং ড. ফাদার থাদ্দেউস হেম্ব্রম "যিশু খ্রিস্টের হৃদয়ে মানব ও ঐশ্বরিক ভালোবাসা'র" উপরে আলোচনা করেন। আমা আচিক মিউজিয়াম-এর নতুন কর্ণার এবং রাণীখং-এর গারোদের ছয় নেতার আদলে নির্মিত ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি। দুপুরের সেশনে ধর্মপল্লীভিত্তিক আলোচনা, পরিচয় পর্ব এবং সহভাগিতার পর্ব শুরু হয়। বিকালের খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন মন্সিনিয়র পিটার রেমা এবং অন্যান্য পুরোহিতগণ।

দ্বিতীয় দিন, সকাল ৬:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি-এর পৌরোহিত্যের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি সহভাগিতায় বলেন, "খ্রিস্টযাগ হলো নবায়ন এবং নতুন মানুষ হওয়ার। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হয়ে উঠুক নতুন আলো, নতুন মানুষ, নতুন আশার বাণী প্রচারের।" সকালে প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয় এবং এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। তৃতীয় দিন, সকাল ৯:৩০ মিনিটে জুবিলী বর্ষ ২০২৫ এর প্রতীক হিসেবে বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি ময়মনসিংহ ক্যাথিড্রালের দরজা খোলেন। খ্রিস্টযাগ পৌরোহিত্য করেন বিশপ পনেন এবং বাণী সহভাগিতা করেন আর্চবিশপ কেভিন স্টুয়ার্ট রানডাল। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, "আশার বর্ষে আশা না হারিয়ে আমাদের খ্রিস্টান হিসেবে সব সময় আশা রাখতে হবে।" ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে পোপ মহোদয় কর্তৃক মন্সিনিয়র উপাধিপ্রাপ্ত, দু'জন যাজকের অধিষ্ঠান এবং Pro Ecclesiastical et Pontifice" প্রাপ্ত লবদিনী চিসিমসহ দুজন মন্সিনিয়রের সংবর্ধনা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনুমানিক প্রায় ৪৫ জন পুরোহিত, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রতধারি-ব্রতধারিণীগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বড়দিনে শুলপুর ধর্মপল্লীতে পোপের প্রতিনিধির পালকীয় সফর

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা: গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রানডাল শুলপুর ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফর করেন। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে পোপের প্রতিনিধির আগমনে ধর্মপল্লীর চারিদিক আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাস্তা হতে স্থানীয় কৃষ্টিতে, নৃত্য, ফুলের মালা ও ফুল ছিটানোর মধ্য দিয়ে পুণ্যপিতার প্রতিনিধিকে বরণ করে নেওয়া হয়। অতঃপর বাজনার তালে তালে সকলে গির্জা চত্বরে মিলিত হন। আর্চবিশপ কেভিন রানডাল স্থানীয় পুরোহিতদের নিয়ে শুলপুর সেন্ট যোসেফ মাতৃসদন ও সিস্টারদের কনভেন্ট পরিদর্শন করেন। রাত ৮ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে বড়দিন উদ্‌যাপন শুরু হয়। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত কমল কোড়াইয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রানডাল খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণী রাখেন। উপদেশ বাণীতে তিনি তাঁর আনন্দ সকলের সাথে সহভাগিতা করেন এবং বাণীর দেহ ধারণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, 'স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র আমাদের পরিত্রাণের জন্য, পাপ থেকে মুক্ত করতে ও শান্তি স্থাপন করতে স্বর্গ ছেড়ে এই মর্তে এসেছেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মের মধ্য দিয়ে বাণীর পূর্ণতা পেয়েছে। আমরা যে শাস্ত্রবাণী শুনি সেই বাণীর দেহ ধারণের অনুষ্ঠানই আজ করছি।' পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক ও ধর্মপল্লীর সহযোগী ফাদার শিপন পিটার রিবেরু উপদেশটি বাংলায় অনুবাদ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে সকলে মিলে কীর্তন করার মাধ্যমে আনন্দ সহভাগিতা করে এবং সকল খ্রিস্টভক্ত ও স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে বড়দিনের কেক কাটেন। অনুষ্ঠান শেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত উপস্থিত সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানান এবং উক্ত দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বনানীতে শিক্ষাবর্ষের ২য় সেমিস্টার শুরু

মিঠুর মাথিয়াস এককা: দর্শন, ঐশতত্ত্ব এবং সমসাময়িক বিষয়ে শিক্ষা লাভের অভিপ্রায়ে গত ১৩ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে শিক্ষাবর্ষের ২য় সেমিস্টার আরম্ভ হয়। ২য় সেমিস্টারের প্রথম দিনে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু। উক্ত খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন সেমিনারীর পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষা পরিচালক, অধ্যাপকবৃন্দ এবং দর্শন ও ঐশতত্ত্ব বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ। পবিত্র খ্রিস্টযাগে ফাদার দীর্ঘ ৩৭ বছর সেমিনারীতে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন 'জীবন থেকে সময় খুবই দ্রুত চলে যায়। যাজকীয় গঠন জীবন বৈচিত্র্যময়, গড্ডালিকা প্রবাহের মতো নয়। গঠন জীবনে সুখ-আনন্দ, হাসি-কান্না, সফলতা-বিফলতা, হতাশা-নিরাশা সবই থাকবে এবং সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।' তিনি আরও বলেন 'আমাদেরকে সব সময় নবায়িত হতে হয়, নিয়োজিত হতে হয়, প্রেরিত হতে হয়। পালকীয়, বাস্তব ও যুগলক্ষণ অনুযায়ী নানাবিধ দিক-নির্দেশনা তিনি প্রদান করেন। বিশ্বকে জানা, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, সত্য ও বিশ্বাস এবং বাস্তবায়নে সংহতি রেখে পথ চলার আহ্বান রাখেন। আনন্দের বিষয় এই বছর থেকে সেমিনারী পরিবারে দু'জন পিমে সিস্টার যুক্ত হয়েছেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হলে যথারীতি ২য় সেমিস্টারের ক্লাশ শুরু হয়।

চড়াখোলা উপধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান

সুনীল পেরেরা: গত ৩ জানুয়ারি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা গ্রামে একটি নতুন গির্জা আশীর্বাদিত ও উদ্বোধন করা হয়েছে। ৫ জানুয়ারি রবিবার নতুন গির্জায় প্রথমবারের মত ২৪ জন ছেলে-মেয়েকে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করা হয়। নতুন গির্জায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজসহ দুইজন নব অভিষিক্ত যাজক। কম্যুনিয়ন গ্রহণকারি শিশুরা আনন্দিত কারণ নতুন গির্জায় তারা প্রথমবার খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। দিনটি ছিল সত্যিই চড়াখোলা গ্রামবাসীর জন্য আশীর্বাদিত ও আনন্দের। উল্লেখ্য চড়াখোলায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্কুল ঘরে মাসে এক রবিবার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হতো। নতুন গির্জা নির্মাণের ফলে প্রতি রবিবার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এই নতুন বছরে আশার তীর্থযাত্রার পথে চড়াখোলা গ্রামবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন আরও বলীষ্ঠ হোক ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত হয়ে ঐক্য প্রগতি ও শান্তির মিলন-সমাজ গড়ে উঠুক। স্বর্গোন্নীতা রাণী মারীয়ার পুণ্য আশীর্বাদ বর্ষিত হোক সবার উপর।

কোর-দি জুট ওয়ার্কস্-এ ন্যায্য বাণিজ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্যাকিং কার্যক্রম ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন

বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, কোর-দি জুট ওয়ার্কস্ (CJW) এর গুলশান অফিসে ন্যায্য বাণিজ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং প্যাকিং কার্যক্রম ২০২৫ উৎসবমূখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ-এর সহকারী বিশপ ও ভিকার জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ

এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিজেডব্লিউ বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য ও নটরডেম কলেজ ঢাকা'র সম্মানীত অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও, সিএসসি। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিজেডব্লিউ বোর্ড অব ট্রাস্টিস-এর সম্মানিত চেয়ারপারসন এবং কারিতাস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক, সেবাষ্টিয়ান রোজারিও। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের উপ-পরিচালক উজ্জ্বল থিওটনিয়াস কোড়াইয়া উপস্থিত সকল অতিথিদের স্বাগত জানান এবং সিজেডব্লিউ-এর কার্যক্রম ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সফল ও স্বার্থকভাবে সম্পাদনে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকল উৎপাদনকারী ভাই-বোন, অংশীদার, কারিগর, সরবরাহকারী এবং সহযোগিদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শুভ সূচনায় এবং এগিয়ে চলায় সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রত্যাশা করেন। উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্যে, বাংলাদেশী কারুশিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী উপস্থাপনের জন্য সকলে সিজেডব্লিউ-এর প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দরিদ্র - সুবিধাবঞ্চিত মহিলা এবং বিধবাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা আনয়নে বিকল্প আয়ের উৎস তৈরীর মাধ্যমে মানব মর্যাদা নিশ্চিতে অবদানের জন্য কোর-দি জুট ওয়ার্কস্'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বোর্ড চেয়ারম্যান সকল অংশীদার, উৎপাদনকারী, ট্রাস্টি সদস্য এবং কর্মীদের দলীয় কাজের দৃঢ় সংকল্পকে স্বীকৃতি দিয়ে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সমস্ত ক্রেতাদের ধন্যবাদ জানান। পরে অতিথিবৃন্দ, উৎপাদনকারী প্রতিনিধি এবং সুবিধাভোগীরা সকলে মিলে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ'র প্যাকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটি স্বার্থক ও আনন্দদায়ক করার জন্য এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ভাস্কর ডেভিড কস্তা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞ/৩০/২৫

প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্স-এর মহাপ্রয়াণের ৪র্থ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নাম: জোসেফ কমল রড্রিক্স
জন্ম: ১২ আগস্ট, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
ক - ১১৭/৫, দক্ষিণ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

দেখতে দেখতে চারটি বছর কেটে গেল সময়ের আবর্তনে, ফিরে এলো সেই বেদনাবিধুর দিনটি ৩১ জানুয়ারি। সেদিন আমাদের সবাইকে ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলে বহু দূরে, না ফেরার দেশে। সেই শোক আজও কাঁটা হয়ে আছে, আমাদের হৃদয়ে।

তোমার আদরের ডাক গানের রেওয়াজ, আদর, স্নেহ, ভালোবাসা কিছুই ভোলার নয়। বিভিন্ন ধরনের গান (নজরুল, শ্যামা, ভজন, কীর্তন, ভক্তিমূলক, রাম প্রসাদের গানগুলো ও বিভিন্ন নজরুল গীতির সুর, লয়, তাল, পাট্টা, রাগ, মুরকী আজও আমার (মা) হৃদয়ে গেঁথে আছে, নিজেকে সংবরণ করা কষ্টকর।

তাই তো তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে কাঁদায়। ভাল থেকো। মা-মারীয়ার বাঁধনে নিজেকে জড়িয়ে রেখো। আমাদেরকে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো। তোমার আদর্শ, স্নেহ, ভালোবাসা, আতিথেয়তা হৃদয়াঙ্গম করতে পারি। তোমার স্বপ্নগুলো আমাদের মনে বেঁচে থাকুক চিরদিন।

তোমার আদরের:
মেয়ে: প্রিসিলা রড্রিক্স (মৌ)
মেয়ের জামাই: সনেট গোমেজ
ছেলে: এনজেল পল রড্রিক্স (আবির)
স্ত্রী: রেবেকা গোমেজ (লিনা)

বিজ্ঞ/২৭/২৫

Career Opportunity

The Young Women's Christian Association (YWCA) of Bangladesh is a non-profit voluntary organization working in Bangladesh for the empowerment of women, youth and children for more than three decades, seeks applications from qualified candidates for the following position for its National Office.

Position title: Senior Program Officer – Monitoring, Evaluation & Learning (MEL)
Location : YWCA of Bangladesh (Head Quarter), Dhaka,
Number of Position : 01

Major Duties and Responsibilities:

- Contribute to develop and implement a Result Based Monitoring Framework/system;
- Ensure the efficient implementation of the program/project against set objectives;
- Monitor and assess program/project activities and provide feedback to the coordination desk;
- Regularly conduct field visits to monitor program implementation as outlined in the operational plan;
- Coordinate with other related departments for timely development of monitoring reports, share feedback and assist in orienting and developing capacity of relevant staffs;
- Collect the stories on the Most Significance Change and document those to tract outcomes;
- Prepare Quarterly Newsletter, reports, minutes and other documents as per organization requirement;
- Coordinate external evaluation and conduct internal evaluation/assessment as deemed by the organization;

Educational Qualification: Master's degree in social science or any other relevant subject from a recognized university.

Work Experience: Minimum 4-5 years of working experience in monitoring from any development sector particularly in Women, Youth and Girl child focused project/program.

Additional Work Experience: The candidate should have mandatory experience in the following areas :

- Adequate Knowledge on monitoring in development sector, data analysis and reporting;
- Experience in NGO/INGO especially in Gender and Rights-based organization is preferable;
- Excellent networking, communication, negotiation and interpersonal skills;
- Proactive approach, positive attitude, and commitment to professional integrity;
- Computer operating skills – MS Word, Excel, Multimedia presentation etc;
- Good command of English and Bangla (especially writing and reporting skills).

Salary and Other Benefits: Salary and other benefits as per Organization policy.

Apply Instruction:
If you meet the above requirements, please submit your application along with a cover letter, latest CV with two references, a recent passport size photo, photocopy of National ID and all academic certificates to: **Human Resource Manager,** YWCA of Bangladesh, 3/23, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. Name of the position should be mentioned on top left corner of envelope. Or email to: **susmita.hr.ywca@gmail.com** Only short listed candidates will be called for interview.

Application Deadline: 28 February, 2025

বিজ্ঞ/২৯/২৫

Ability to work effectively in a fast-paced, deadline-driven environment •

Excellent time management skills and resourcefulness with strong attention to detail We promote competitive salary, female friendly workplace, outstanding co-workers (who are respectful,professional, unbiased and easy to work with); equal opportunity that mean equal access to promotion, leadership role or incentive programme.

ডা: মালতী রোজারিও
জন্ম: ২৫ মার্চ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছ পিতার অনন্তধামে। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছি না। তোমার এ চলে যাওয়ার কথা আমরা একটুও আঁচ করতে পারিনি। একটু মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার অসীম স্নেহ ভালোবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি অসহায়, অভিভাবকহীন। স্বর্গধামে থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ হৃদয়ে লালন করে চলতে পারি। প্রার্থনা করি পিতা ঈশ্বর যেন তোমাকে স্বর্গে চিরশান্তি দান করেন।

তেমার স্নেহধন্য
পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ-২৪/২০২৫

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ০৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 03
Regd. No. DA-33
❖ 26 January - 1 February, 2025, ১২ - ১৮ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তধামে যাত্রার চতুর্থ বৎসর

প্রয়াত ডেনিস পালমা

পিতা: প্রয়াত গ্যাব্রিয়েল পালমা (কালা)
মাতা: প্রয়াত মেগদেলিনা পালমা
জন্ম: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

তুমি ছিলে পিতা ঈশ্বরের দান। পিতা হয়ে এসেছিলে।
পিতার কাছেই চলে গেলে তাঁরই প্রয়োজনে।
স্বর্গীয় পিতাকে দেখা হয়নি কখনও,
কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমরা তোমাতেই পেয়েছি
স্বর্গীয় পিতার ভালোবাসা!

স্বর্গীয়ধামে, স্বর্গীয় পিতার কাছে চলে যাওয়ার ও তাঁরই ডাকে সাড়া দেবার পঞ্চম বছর। তুমি বেঁচে আছো আমাদের সকলের অন্তরে। সকলের অস্তিত্বে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ, আমাদের জীবনপথের পাথেয়।
তোমার রেখে যাওয়া আদর্শে আমরা যেন, অগ্রসর হই তোমারই স্বপ্নের পথে। আশীর্বাদ করো আমাদের প্রতি।

তোমারই ভালোবাসায় আপ্লুত ও স্নেহধন্য,

মমতা কৈলু (স্ত্রী)
মিশেল ফ্রাঙ্কলিন ডিসিলভা (মেয়ে জামাই)
বৃষ্টি ব্রিজেট কনি পালমা (কন্যা)
মিসৌরি ব্রিয়েল ডি সিলভা (নাতনী)
সনি কেনেথ পালমা (বড় ছেলে)
মেরীয়ান জয়া (বড় পুত্রবধূ)
ফিভেল কেভিন পালমা (নাতি)
বনি লিওনার্ড পালমা (ছোট ছেলে)
শবনম তেরেসা পিউরীফিকেশন (ছোট পুত্রবধূ)
লায়না মেরী পালমা (নাতনী)
অ্যাড্রিয়েল ডেনিস পালমা (নাতি)
এবং সকল গুণগ্রাহী ও আত্মীয়স্বজন।

"তুমি রবে হৃদয়ের মণিকোঠায়"

প্রয়াত জন বিপুল গুদা

জন্ম: ১২ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: নবগ্রাম রোড, গোলপুকুর পাড়, বরিশাল সদর, বরিশাল।

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে দুই বছর পার হয়ে গেল, ফিরে এলো বেদনা বিধূর সেই ২৬ জানুয়ারি। যেদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পরম পিতার কাছে। বাবা, মনে হয় এখনও তুমি আছো, আমাদের সঙ্গে পথ চলছ। তোমার সেই কণ্ঠ, হাসি, আদরের ডাক এখনো আমাদের চোখে ভেসে আসে। তুমি আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আছ। তুমি ছিলে সদা হাস্য, অতিথি পরায়ণ, প্রার্থনাশীল, বিনম্র ও সরলতার অধিকারী। তোমার আদর্শ ছিল প্রতিটি মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। দীন দরিদ্রের প্রতি গভীর আন্তরিকতাবোধ যা কেউ কোন দিন ভুলতে পারেনা। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি।

আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যেই আছো। বাবা তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো, আমরা যেন খ্রিস্টীয় ভালবাসায় মিলেমিশে জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী : আঞ্জেলিনা কৈলু
বড় ছেলে ও ছেলের বউ : মার্সেল রতন গুদা ও পাপড়ি মন্ডল
মেয়ে ও জামাই : জ্যানেট রোজী গুদা ও বিশ্বপ্রেম পেরেরা
ছোট ছেলে ও ছেলের বউ : মার্ক রিপন গুদা ও ক্লারা অপু সরকার
নাতি-নাতনী : মৃত্তিকা, সপ্তর্ষী, রিমি ও মেলভিন গুদা।

বিজ্ঞ-২৩/২০২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org